গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন

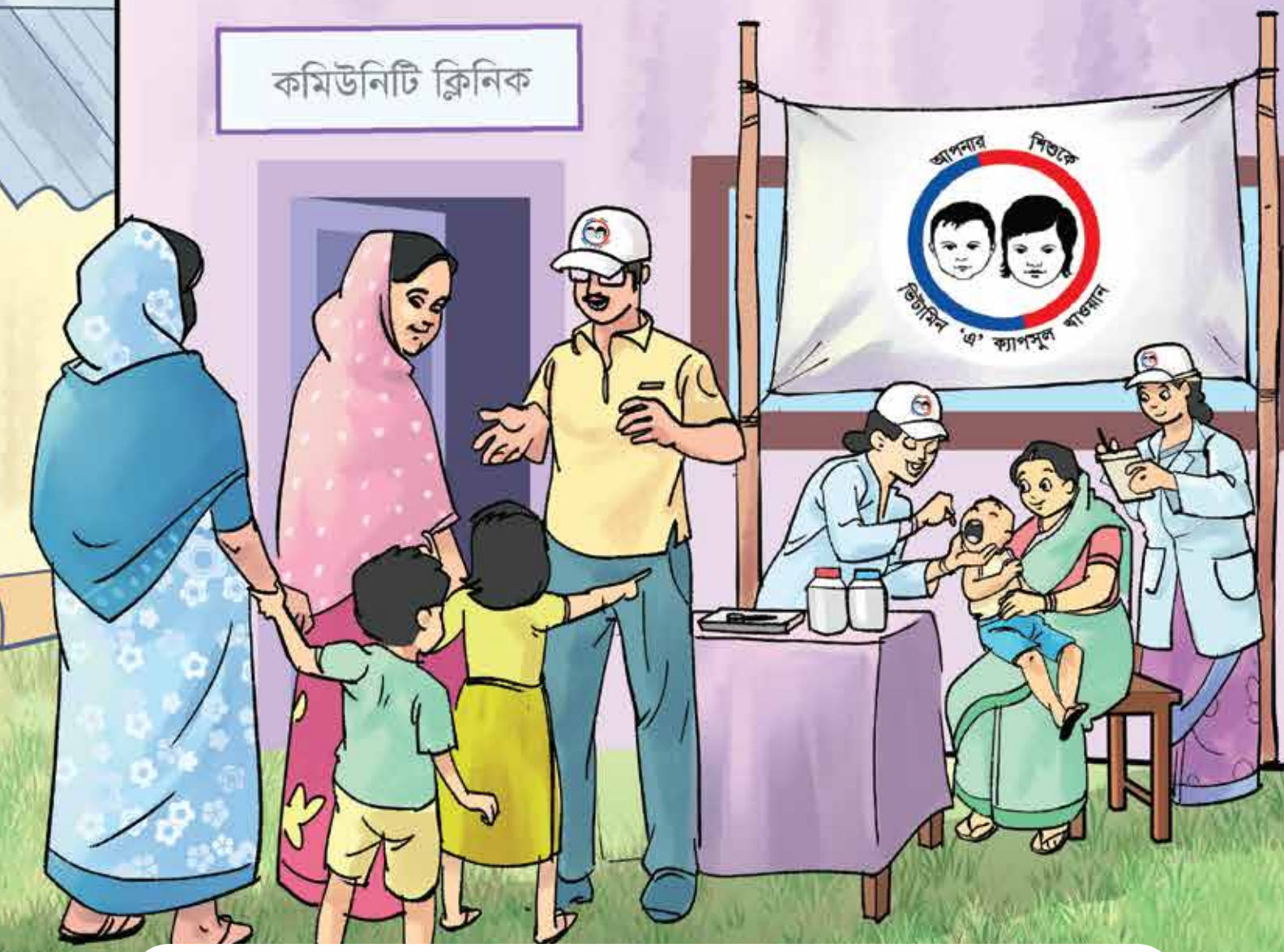

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

National Nutrition Services
Ensuring Nutrition Services to All

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস

ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন

জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস

ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন

প্রকাশনার তারিখ: অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশক

জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস),
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই “জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন”টি তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকাশনাটি জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি, বেসরকারি, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং প্রয়োজন হলে জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধন ও পুনরায় মূদ্রণ করা যেতে পারে। পুনরায় মূদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সফট্ কপি জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এই প্রকাশনাটি জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও মাঠ পর্যায়ে সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা

ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক, ডিজিএইচএস
লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), মহাখালী, ঢাকা।

ডা. গাজী আহমেদ হাসান
থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
তেজগাঁও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা
(সাবেক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ভিটামিন ‘এ’ সেল, জাতীয় পুষ্টিসেবা, মহাখালী, ঢাকা)।

প্রচ্ছদ, ডিজাইন, অলঙ্করণ ও পেইজ মেকাপ

ঢাকা কমিক্স।
১৫২/২, গ্রিনরোড, ঢাকা।

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস

ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ	৫
খাদ্য ও পুষ্টি	৬
ভিটামিন ‘এ’	১০
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম ও প্রেক্ষাপট	১৬
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন	১৮
জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম	২২
ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্রে মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব	৩০
বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম	৩৩
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান	৩৫
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের রিপোর্টিং	৩৭
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় কেন্দ্রে কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	৪১
পরিশিষ্ট ১ (সংযোজনীসমূহ)	৪৭
পরিশিষ্ট ২ (কৃতজ্ঞতা স্বীকার)	৬২

শব্দ সংক্ষেপ

IU = International Unit

IEC = Information Education Communication

IPC = Interpersonal Communication

UH&FPO = Upazila Health and Family Planning Officer

EPI = Expanded Program on Immunization (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)

AHI = Assistant Health Inspector (সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক)

HI = Health Inspector (স্বাস্থ্য পরিদর্শক)

FPI = Family Planning Inspector (পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক)

FWV = Family Welfare Visitor (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)

SI = Sanitary Inspector

SACMO = Sub-Assistant Community Medical Officer (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার)

GR = General Register

VDP = Village Defence Party (গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী)

CHCP = Community Health Care Provider

CMSD = Central Medical Stores Depot (কেন্দ্রীয় ঔষধাগার)

BDHS = Bangladesh Demographic and Health Survey (বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে)

MICS = Multiple Indicator Cluster Survey (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে)

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে।

সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য যেখানে খাদ্যের সব পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজনমতো বয়স, লিঙ্গ, কাজের ধরণ, শারীরিক অবস্থাভেদে সঠিক মাত্রায় থাকে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য হলো এমন একটি খাবার যেখানে শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধক খাদ্য উপাদান পরিমাণমতো রয়েছে।

খাদ্য উপাদান ও উৎসসমূহ

খাদ্যের উপাদান	উৎস
১। শ্বেতসার বা শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, গুড়, মধু ইত্যাদি
২। আমিষ (প্রোটিন)	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা, বিভিন্ন ধরনের ডাল, বাদাম, বীচি জাতীয় খাবার ইত্যাদি
৩। তেল ও চর্বি	তেল, মাছের তেল, মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি, পনির, ডালডা ইত্যাদি
৪। ভিটামিন	দুধ, ডিম, কলিজা, সব ধরনের রঙিন ও গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি
৫। খনিজ উপাদান	মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, লবণ ইত্যাদি
৬। পানি	নিরাপদ খাবার পানির বিভিন্ন উৎস
৭। আঁশ জাতীয় খাবার	সকল ধরনের শাক-সবজি বিশেষত সজনে, কলার মোচা, ঢেঁড়স, ডাঁটা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেয়ারা, কদবেল ইত্যাদি

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

১) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (শর্করা ও চর্বি জাতীয়): ভাত, রুটি, আলু, সুজি, গুড়, চিনি, মিষ্টিআলু, পাউরুটি, তেল, মাখন, ঘি, চর্বি, মধু, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, নারকেল ইত্যাদি।

২) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্য (আমিষ জাতীয়): মাছ (ছোট ও বড়মাছ), মাংস, সয়া প্রোটিন, সব ধরনের ডাল, দুধ, ডিম, বীজ জাতীয় খাবার, কলিজা ইত্যাদি।

৩) রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য (ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ): গাঢ় হলুদ ও রঙিন সব ধরনের শাক-সবজি ও মৌসুমী ফলমূল (পাকা আম, পাকা কলা, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম এছাড়াও ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা ইত্যাদি।

পুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে শরীরের তাপ ও শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পুষ্টিকর খাদ্য

যে সব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম ও নীরোগ থাকে তা-ই পুষ্টিকর খাদ্য।

খাদ্য ও পুষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক

খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই হতে হবে পুষ্টিসম্মত এবং নিরাপদ। পুষ্টিসম্মত খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ ঘটে। পুষ্টিসম্মত খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে।

পুষ্টি উপাদান

যে সকল রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে খাদ্য গঠিত সেগুলোকেই পুষ্টি উপাদান বলা হয়। খাদ্যে সর্বোচ্চ ৬টি পুষ্টি উপাদান থাকে, যেগুলো হলো: শর্করা, আমিষ, স্নেহ বা চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। এ সকল পুষ্টি উপাদানকে তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুযায়ী আমরা নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করতে পারি:

১. প্রধান বা মূখ্য পুষ্টি উপাদান বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট
২. অণুপুষ্টি উপাদান বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট

১. প্রধান বা মূখ্য পুষ্টি উপাদান (ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট)

যে সকল পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরে বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেগুলোকে প্রধান বা মূখ্য পুষ্টি উপাদান বলা হয়। যেমন:

- শর্করা বা শ্বেতসার
- স্নেহ বা চর্বি
- আমিষ

২. অণুপুষ্টি উপাদান (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট)

যে সকল পুষ্টি উপাদান (ভিটামিন এবং খনিজ) আমাদের শরীরে অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাকে অণুপুষ্টি উপাদান বলে। অণুপুষ্টি উপাদানসমূহ মানবদেহের জন্য অতি সমান্য পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করলে যে কোন বয়সের একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

পুষ্টি উপাদানসমূহ

<table>
<tr><th rowspan="2">প্রধান বা মূখ্য পুষ্টি উপাদান
(ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট)</th><th colspan="2">অণুপুষ্টি উপাদান (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট)
ভিটামিন</th></tr>
<tr><td>চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন</td><td>পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন</td></tr>
<tr><td rowspan="3">● কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
● ফ্যাটি বা চর্বি
● প্রোটিন বা আমিষ</td><td>● ভিটামিন ‘এ’
● ভিটামিন ‘ডি’
● ভিটামিন ‘ই’
● ভিটামিন ‘কে’</td><td>● ভিটামিন ‘বি’ (কমপ্লেক্স)
● ভিটামিন ‘সি’</td></tr>
<tr><td colspan="2">খনিজ উপাদান</td></tr>
<tr><td>● আয়রন
● ক্যালসিয়াম</td><td>● জিংক
● আয়োডিন
● ম্যাগনেসিয়াম</td></tr>
</table>

সুষম খাবার

পরিমাণ ঠিক রেখে প্রতিটি গ্রুপ থেকে ১/২ করে উপাদান নিন
সুষম খাবার খান সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকুন

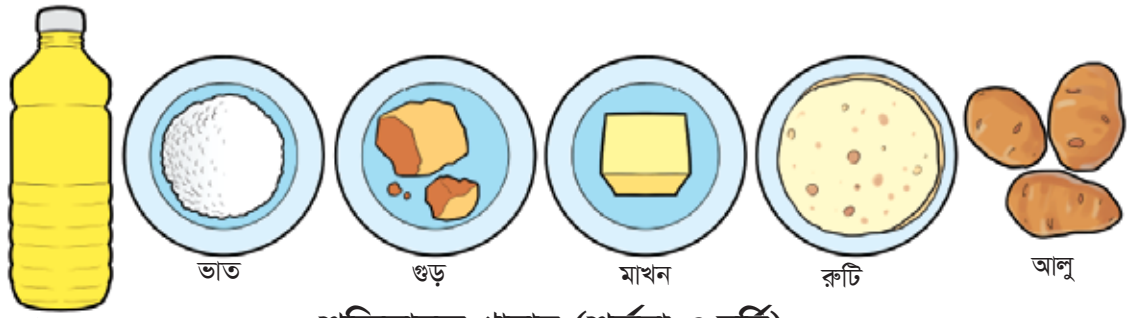

শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও চর্বি)

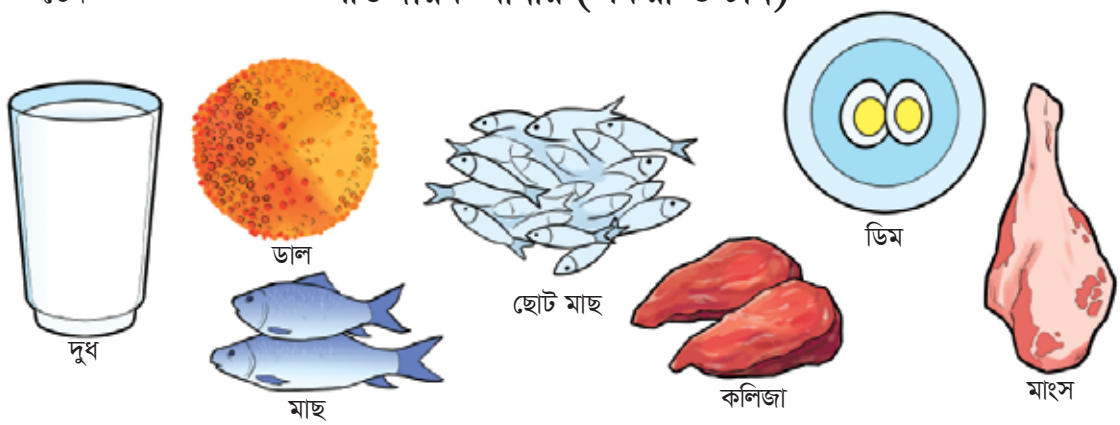

শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরক খাবার (আমিষ)

রোগ প্রতিরোধক খাবার (ভিটামিন ও খনিজ লবণ)

চিত্র-০১

অপুষ্টি

প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত কিংবা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অপুষ্টি বলে। অপুষ্টি একটি বড় ধরণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা, যা প্রতিরোধযোগ্য। বিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিশু পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়, এবং এর প্রায় ৪৫ শতাংশই অপুষ্টির কারণে ঘটে।

বাংলাদেশের বর্তমান পুষ্টি পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিভিন্ন রোগ ও অপুষ্টির কারণে যে সব শিশুমৃত্যু এড়ানো যায়, বাংলাদেশ সে সব ক্ষেত্রে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি-৪ ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃপুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হওয়ার পরও পরিসংখ্যান মতে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় খর্বতা[১], কৃশতা[২] এবং কম ওজন[৩] অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ মূলত: জন্মের প্রথম ১ ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে শাল দুধ খাওয়ানো, ০-৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো এবং ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পুষ্টিকর খাবার প্রদানের নিম্নহার। ভিটামিন 'এ', আয়রন, জিংক, বি১২ এবং ফলিক এসিডের মতো অণুপুষ্টির ঘাটতির কারণেও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৪৫ জন [বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮]। এই বয়সী শিশুদের মধ্যে এখনো অপুষ্টির বিভিন্ন ধরণ বিদ্যমান এর একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেওয়া হলো:

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির ধরণ	বিডিএইচএস (BDHS) ২০১১	বিডিএইচএস (BDHS) ২০১৪	বিডিএইচএস (BDHS) ২০১৭-১৮	এমআইসিএস (MICS) ২০১৯[৪]
খর্বতা (Stunting)	৪১.৩%	৩৬.২%	৩১%	২৮%
কৃশতা (Wasting)	১৫.৬%	১৫%	৮%	৯.৮%
কম ওজন (Underweight)	৩৬.৪%	৩৩%	২২%	২২.৬%

এ ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতি ৫টি শিশুর মধ্যে ১টি শিশু ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ভুগছে যদিও ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে তথাপি সাব-ক্লিনিক্যাল ভিটামিন 'এ'-এর[৪] অভাবের প্রকটতা এখনও রয়েছে।

বয়স ভিত্তিক স্তর	ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে ২০১১-১২ এর তথ্য অনুযায়ী সাব-ক্লিনিক্যাল ভিটামিন 'এ'-এর অভাবের চিত্র
৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশু	২০.৫%
৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু	২০.৮%
১৫-৪৯ বছর বয়সের গর্ভবতী নয় এবং দুগ্ধদানকারী নয় এমন নারী	৫.৩%

[১] খর্বতা: বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা
[২] কৃশতা: উচ্চতার তুলনায় কম ওজন
[৩] কম ওজন: বয়সের তুলনায় কম ওজন
[৪] মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাসটার সার্ভে-২০১৯

সাব-ক্লিনিক্যাল ভিটামিন 'এ'-এর অভাব[৫] পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুদের অপুষ্টি, কৈশোরকালীন অপুষ্টি এবং মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম একটি ঝুঁকি যা বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে পাঁচবছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২৫ জনে নামিয়ে নিয়ে আসার বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করবে। এ ছাড়াও পরিসংখ্যান মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে খর্বতা হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু তা যথেষ্ট দ্রুত গতিতে নয়। যদি এক্ষেত্রে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয় তবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (NPAN2)[৬] অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিত উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা এবং এসডিজি অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ২৭% হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির ধরণ	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (NPAN2) অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ভিত্তি বছর ২০১৫)
খর্বতা	২৫% হ্রাস
কৃশতা	৮% হ্রাস
কম ওজন	১৫% হ্রাস
৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ'- এর কাভারেজ	৯৯%

সুতরাং, এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান বছরে দুইবার জাতীয় ভিটামিন 'এ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য অণুপুষ্টির উৎস সম্পর্কে শিশুর অভিভাবকদের ধারণা প্রদান এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা নিয়মিত প্রচার করে থাকে।

ভিটামিন 'এ'

ভিটামিন 'এ' (রেটিনল) একটি অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন যা চর্বিতে দ্রবণীয় এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিশেষত লিভারে সংরক্ষিত থাকে। মানবদেহে সংরক্ষিত ভিটামিন 'এ' রক্ত-সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষে প্রবাহিত হয়। যেহেতু মানবদেহে ভিটামিন 'এ' তৈরি হয় না সেহেতু খাদ্যের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করে দেহের প্রয়োজন মেটাতে হয়।

খাবারে প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ-এর গঠন

ভিটামিন 'এ' মূলত দুটি গঠনে থাকতে পারে

রেটিনয়েড-

- প্রাণীজ খাদ্য উৎসে পাওয়া যায়
- মানবদেহে সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে

ক্যারটিনয়েড-

- উদ্ভিজ্জ খাদ্য উৎসে পাওয়া যায়
- রেটিনলে রূপান্তরিত হয়ে মানবদেহে ব্যবহৃত হয়

[৫] সাব-ক্লিনিক্যাল ভিটামিন 'এ'-এর অভাব: রক্তে ভিটামিন 'এ'-এর স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও যদি লক্ষণ প্রকাশ না পেয়ে থাকে তখন তাকে সাব-ক্লিনিক্যাল ভিটামিন 'এ'-এর অভাব (Sub-Clinical Vitamin A Deficiency) বলে।

[৬] দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫

উৎস

ভিটামিন ‘এ’ প্রাকৃতিকভাবে প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ০-৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য ভিটামিন ‘এ’-এর প্রধান উৎস হল মায়ের দুধ। সাধারণত ভিটামিন ‘এ’ বলতে রেটিনল নামক জৈবযৌগকে বোঝায়। প্রাণিজ উৎসের খাদ্যে ভিটামিন ‘এ’ রেটিনল হিসাবে থাকে। আর উদ্ভিজ্জ উৎসের খাদ্যে ভিটামিন ‘এ’ কেরোটিনয়েড হিসেবে থাকে যা প্রো-ভিটামিন হিসেবে কাজ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন মাত্রার রাসায়নিক পরিবর্তনের (অক্সিডেশন) মাধ্যমে তা ভিটামিন ‘এ’ তথা রেটিনলে রূপান্তরিত হয়। তবে এ রূপান্তর প্রয়োজনীয় মাত্রায় নয় বিধায় ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুর ভিটামিন ‘এ’-এর চাহিদা মেটাতে শুধুমাত্র উদ্ভিজ্জ-জাতীয় খাদ্যই যথেষ্ট নয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রাণিজ উৎসের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো এবং অবশ্যই দুবছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বছরে দুইবার ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সারাদেশে ৬-৫৯ মাস বয়সের শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় তা শিশুর জন্য অবশ্যই নিশ্চিত করা যা এই বয়সী শিশুদের ভিটামিন ‘এ’-এর চাহিদা পূরণে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভোজ্য তেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক করেছে, যা ভিটামিন ‘এ’-এর অন্যতম উৎস হিসাবে কাজ করে।

ভিটামিন ‘এ’-এর উৎসসমূহ নিচে দেওয়া হলো

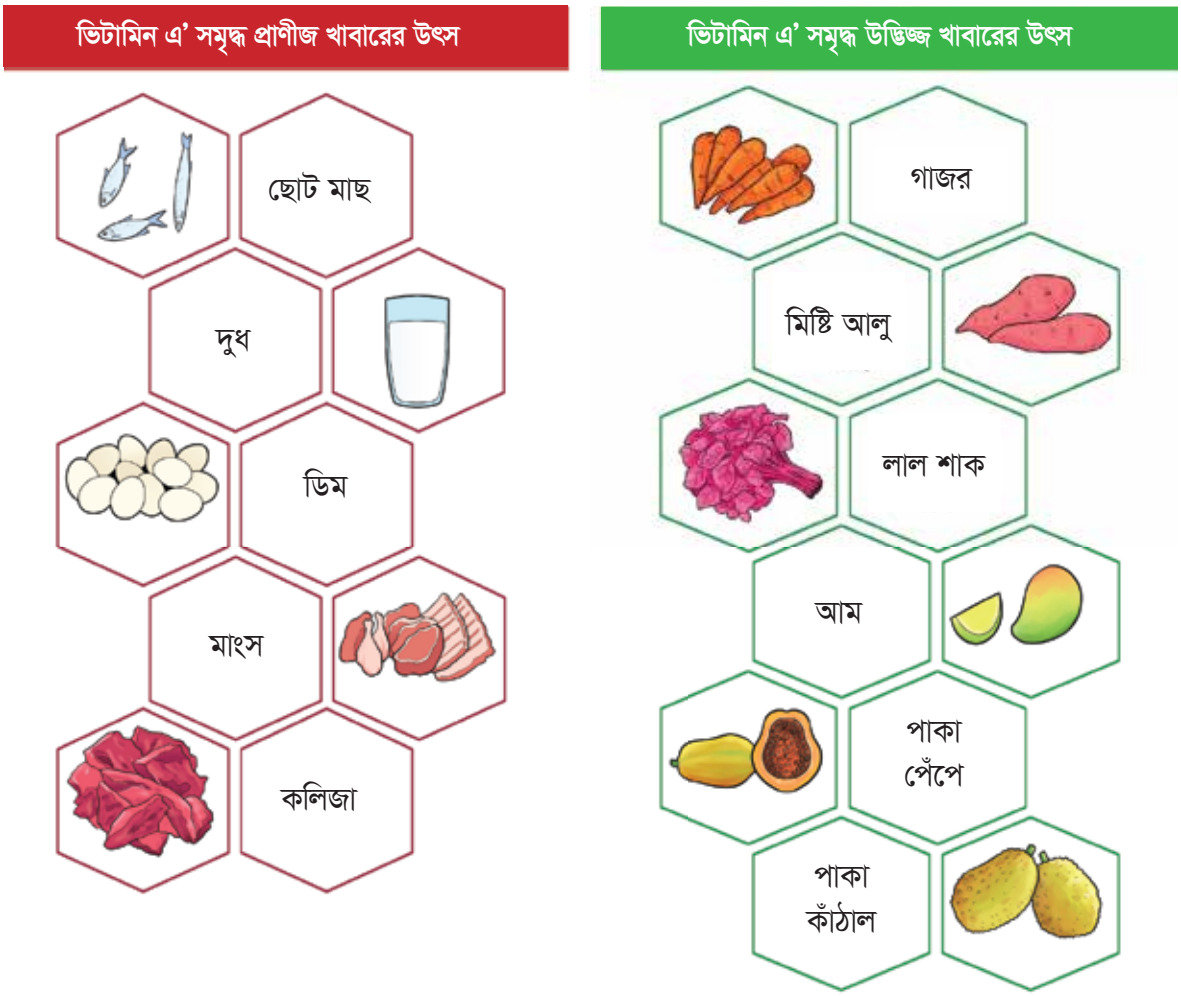

** উল্লেখ্য যে, এই খাবারগুলোতে ভিটামিন ‘এ’-এর সাথে সাথে অন্যান্য অণুপুষ্টি উপাদানসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।*

চিত্র: ০২

ভিটামিন 'এ'-এর অভাব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, রক্তে স্বাভাবিকের চেয়ে কম যে কোন মাত্রার ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ (রক্তে ভিটমিন 'এ'র স্বাভাবিক পরিমাণ (1.05-3.32 µmol/L) যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (রক্তে ভিটমিন 'এ'-এর পরিমাণ কম থাকার কারণে রাতকানা বা চোখের অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশিত না হলেও), তাকেই ভিটামিন 'এ'-এর অভাব বলে।

ভিটামিন 'এ'-এর প্রয়োজনীয়তা

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিটি মানুষের ভিটামিন 'এ' প্রয়োজন। বিশেষভাবে বাড়ন্ত শিশুদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' অত্যন্ত জরুরি। ভিটামিন 'এ' যে শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে শিশুদের রক্ষা করে তাই নয়, পাশাপাশি শিশুদের বয়স অনুযায়ী সঠিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও ভিটামিন 'এ' বিভিন্নভাবে সাহায্য করে যেমন:

- শিশুদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে
- গর্ভকালীন সময়ে শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে
- রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে
- চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে
- ভিটামিন 'এ' শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- ত্বকের শুষ্কতা দূর করে
- ডায়রিয়ার প্রকোপ, ব্যাপ্তিকাল ও পুনরাবৃত্তি হ্রাস করে
- হামের জটিলতা কমায়
- শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবের মূল কারণসমূহ

- অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ;
- জন্মের পর শিশুকে শালদুধ না খাওয়ানো;
- ছয়মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ না খাওয়ানো;
- নিয়মিতভাবে ও পর্যাপ্ত সময় ধরে শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ানো;
- যথাযথ বাড়তি খাবার ও সুষম খাবার না খাওয়ানো যেমন সঠিক সময়, পরিমাণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য না খাওয়ানো;
- ভিটামিন 'এ'-এর উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব;
- দারিদ্রতা ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার ক্রয়ের অক্ষমতা;
- ভিটামিন 'এ'-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব।

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

মানবদেহে ভিটামিন 'এ' তৈরি হয় না। তাই প্রতিদিন দেহের চাহিদা মেটাতে আমাদেরকে খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করতে হয়। চর্বিতে দ্রবণীয় বিধায় চাহিদার অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' দেহে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে মানবদেহে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে সেগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ক) ভিটামিন 'এ' এর অভাবে চোখের উপর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

খ) চোখ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গে ক্ষতিকর প্রভাব

ক) ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে চোখের উপর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত জেরোফথ্যালমিয়া (Xeropthalmia) ধাপসমূহ নিম্নরূপ:-

- রাতকানা (Night Blindness)
- কনজাঙ্কটিভার শুষ্কতা (Conjunctival Xerosis)
- বিটট'স স্পট (Bitot's Spot)
- কর্ণিয়ার শুষ্কতা (Corneal Xerosis)
- কর্ণিয়ার ক্ষত (Corneal Ulceration)
- কর্ণিয়ার স্থায়ী দাগ (Corneal Scar)
- চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া/ অন্ধত্ব (Total Blindness)

চোখের উপর ক্ষতিকর প্রভাব

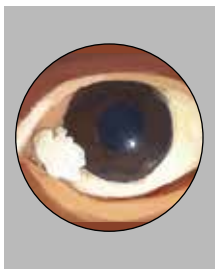

বিটট'স স্পট
(Bitot's Spot)

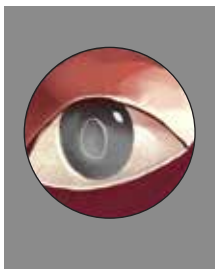

কর্ণিয়ার ক্ষত
(Corneal Ulceration/
Keratomalacia)

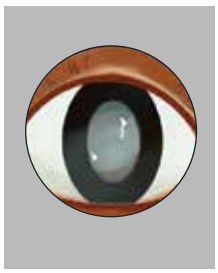

কর্ণিয়ার স্থায়ী দাগ
(Corneal Scar)

চিত্র: ০৩

খ) চোখ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গে ক্ষতিকর প্রভাব

- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে শিশুদের শ্বাসতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের প্রদান ও অন্যান্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়;
- ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি ও হাম পরবর্তী জটিলতা বৃদ্ধি পায়;
- শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়;
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাবের ফলে নারী ও শিশুদের রক্তস্বল্পতা হতে পারে, কারণ ভিটামিন 'এ' দেহে আয়রন শোষণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে;
- গর্ভকালীন সময়ে মৃত্যুঝুঁকি ও বিষণ্নতা বাড়ায় এবং কার্যক্ষমতা হ্রাস করে;
- ত্বকের শুষ্কতা বৃদ্ধি ও ত্বক মলিন হয়ে যায়।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

- পাঁচবছর বয়সের নিচে সকল শিশু (বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে)
- কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশু
- অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণকারী শিশু
- অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শিশু
- প্রতিবন্ধী শিশু
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মা

বড়দের চেয়ে ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুরা কেন বেশি ঝুঁকিতে?

- জন্মের সময় শিশুর যকৃতে তুলনামূলক কম পরিমাণে ভিটামিন 'এ' মজুদ থাকে;
- শিশুর জন্মের প্রথম ৬ মাস মায়ের দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে শিশুর বাড়ন্ত বয়সে তার অধিক পরিমাণে ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা থাকে যা শুধুমাত্র মায়ের দুধের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়;
- এই বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া ও হাম পরবর্তী সময়ে ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা বেশি থাকে;
- ছয় মাস বয়সের পর শিশুদের যদি প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার প্রদান না করা হয় তাহলে তাদের শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতিজনিত বিভিন্ন রোগব্যাধি হতে পারে;
- এই বয়সী শিশুদের যে কোন রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতেও ভিটামিন 'এ' -এর প্রয়োজনীতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

প্রতিরোধের উপায়

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা		
খাদ্য বহুমুখীকরণ	খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	পর্যায়ক্রমে সম্পূরক খাদ্য প্রদান

খাদ্য বহুমুখীকরণ/ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার (Dietary Diversification)

বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে:

- ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত অপুষ্টি রোধ করা যায়;
- প্রাণিজ আমিষ, গাঢ় সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি, হলুদ ও কমলা রঙের ফল ইত্যাদি ভিটামিন 'এ'-এর ভাল উৎস।

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification):

কোন খাদ্যের সাথে এক বা একাধিক অনুপুষ্টি উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণে মেশানোর মাধ্যমে খাদ্যটির পুষ্টিমান বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা "ফুড ফর্টিফিকেশন" বলে। যেমন: খাবার লবণের সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় আয়োডিন যুক্ত করা কিংবা ভোজ্যতেলের সাথে ভিটামিন 'এ' এবং অন্যান্য অনুপুষ্টি উপাদান নির্দিষ্ট মাত্রায় যুক্ত করা।

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহারের মাধ্যমে:

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত অপুষ্টি প্রতিরোধে গৃহস্থালির দৈনন্দিন রান্নায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের নিয়মিত ব্যবহার পাঁচবছরের কম বয়সী শিশুসহ পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পর্যায়ক্রমে সম্পূরক খাদ্য প্রদান (Periodic Suplementation)

শিশুর জন্য মায়ের দুধ ও বাড়তি খাবার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে:

- শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা পূরণের জন্য শিশুর জন্মের প্রথম ১ ঘণ্টার মধ্যেই শালদুধ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
- ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
- শিশুর দুইবছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার প্রদান করতে হবে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ সম্পূরক বা সাপ্লিমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে:

- শিশুর বয়স ছয়মাস পূর্ণ হলে তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন ‘এ’-এর চাহিদা পূরণের জন্য বছরে দুইবার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬-১১ মাস বয়সী প্রতিটি শিশুকে একটি করে নীলরঙের ভিটামিন ‘এ’ (১ লক্ষ আইইউ) এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী প্রতিটি শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ (২ লক্ষ আই ইউ) ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে;
- শিশুর দেহে ভিটামিন ‘এ’-এর অভাব প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো অল্পসময়ে অত্যন্ত কার্যকরী একটি কৌশল যা পরবর্তী ৪-৬ মাস পর্যন্ত শিশুর দেহে ভিটামিন ‘এ’ এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

প্রসূতি মাকে ভিটামিন ‘এ’ সম্পূরক বা সাপ্লিমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে:

- শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত যাতে মায়ের দুধের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন ‘এ’-এর চাহিদা পূরণ করতে পারে সে জন্য সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মাকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লালরঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল (২ লক্ষ আইইউ) প্রদান করতে হবে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বছরে দুইবার ভিটামিন ‘এ’ সাপ্লিমেন্টশন করার ফলাফল [৭]

- শিশুর অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে
- শিশুর দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে
- ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার ১২% হ্রাস করে
- হাম আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৫০% হ্রাস করে
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৫% হ্রাস করে
- সকল ধরনের মৃত্যুহার ১২-২৪% হ্রাস করে

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল-এর সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণত যে মাত্রায় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল বয়সভেদে শিশুদের খাওয়ানো হয় এতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম (তবে যে কোন ওষুধেরই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকে, তেমনই ভিটামিন ‘এ’ খাওয়ালেও কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে)। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন ‘এ’ খাওয়ালে কোন সমস্যা হয় না। ওভার ডোজ বা মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন ‘এ’ খেলেই কেবল সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ ক্যাম্পেইনের দিন যদি কোন শিশুকে একের অধিক ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় তখনই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ (ওভার ডোজ হওয়া সাপেক্ষে)

- বমি-বমি ভাব বা বমি হতে পারে
- ঘুম ঘুম ভাব
- চোখে ঝাপসা দেখা
- চোখে একই বস্তু দুইটি দেখা (ডাবল ভিশন)
- মাথার তালু ফুলে যাওয়া (সিউডোটিউমার সেরিব্রি)

৭ https://www.nutritionintl.org/project/vitamin-a-supplementation/

ব্যবস্থাপনা

১. অভিভাবককে এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, লক্ষণসমূহ দ্রুতই সেরে যাবে

২. সঙ্গে অন্য কোন অসুস্থতা আছে কি না তা দেখতে হবে, যদি এআরআই, ডায়রিয়া ইত্যাদি থাকে তবে আইএমসিআই গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে

৩. প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দ্রুত রেফার করতে হবে।

সতর্কতা

যে কোন ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্বাস্থ্যকর্মীগণ যেন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল শিশুদের সঠিক মাত্রায় প্রদান করেন সকলেই যেন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল শিশুদের নাগালের বাইরে রাখেন।

জেলা পর্যায়ে মনিটরিং টিম	উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং টিম	সিটি কর্পোরেশন মনিটরিং টিম
• সিভিল সার্জন-টিম লিডার • কনসালটেন্ট সিনিয়র/জুনিয়র (শিশু) -সদস্য • পাবলিক হেলথ নার্স -সদস্য • মেডিকেল অফিসার (সিএস) -সদস্য সচিব	• উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএন্ডএফপিও) -টিম লিডার • জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু)/ জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) -সদস্য • মেডিকেল অফিসার (ডিজিজ কন্ট্রোল)	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে মেডিকেল টিম তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে

মনিটরিং টিম কোন শিশুকে চিকিৎসা প্রদান করলে তা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ফর্মে সন্নিবেশিত করে যথাশীঘ্র সম্ভব লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম ও প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২-১৯৬৪ সাল নাগাদ United States Department of Health, Education and Welfare, Public Health (US-DHEW) কর্তৃক পরিচালিত Nutrition Survey of East Pakistan - তে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবকে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পবিত্র সংবিধানে পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তা জনগণের মৌলিক অধিকার বলে বর্ণিত করা হয়। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে এ বলা হয়েছে পুষ্টির মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য উন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। ১৯৭২ সালে এক গবেষণায় দেখা যায় ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৪.১% শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় রাতকানা প্রতিরোধ প্রকল্প শুরু করেন এর অংশ হিসেবে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধাপে পরিবর্তন হয়, যেমন ২০১০ সালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় ৬-১১ মাস বয়সী শিশুর অন্তর্ভুক্তি পাইলটিং করা হয় যেখানে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের প্রথমবারের মত নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (১ লক্ষ আইইউ) খাওয়ানো হয় এছাড়াও ২০০৭ সাল পর্যন্ত জাতীয়ভাবে ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন ও কৃমিনাশক কর্মসূচি একত্রে পালন করা হতো। এছাড়াও ২০১২ সাল থেকে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরবর্তী ০৪ দিন দেশে বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় সার্চিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে Health, Population and Nutrition Sector Program (HPNSP 2017-2022) - এর অপারেশনাল প্রোটোকল অনুযায়ী জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের অধীন নিয়মিতভাবে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে রাতকানা রোগ ০.০৪% এ নেমে এসেছে বা নেই বললেই চলে। জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন শুধু

বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বে ১ দিনের একটি সর্ববৃহ সফল কর্মসূচী। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ থেকে ৫ বছর বয়সী প্রায় ২ কোটি শিশুকে শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। শিশুর দেহে ভিটামিন 'এ' অভাব প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো অল্প সময়ে অত্যন্ত কার্যকরী একটি কৌশল যা পরবর্তী ৪-৬ মাস শিশুর দেহে ভিটামিন 'এ' স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সহায়তা করে।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে অর্জিত কাভারেজ

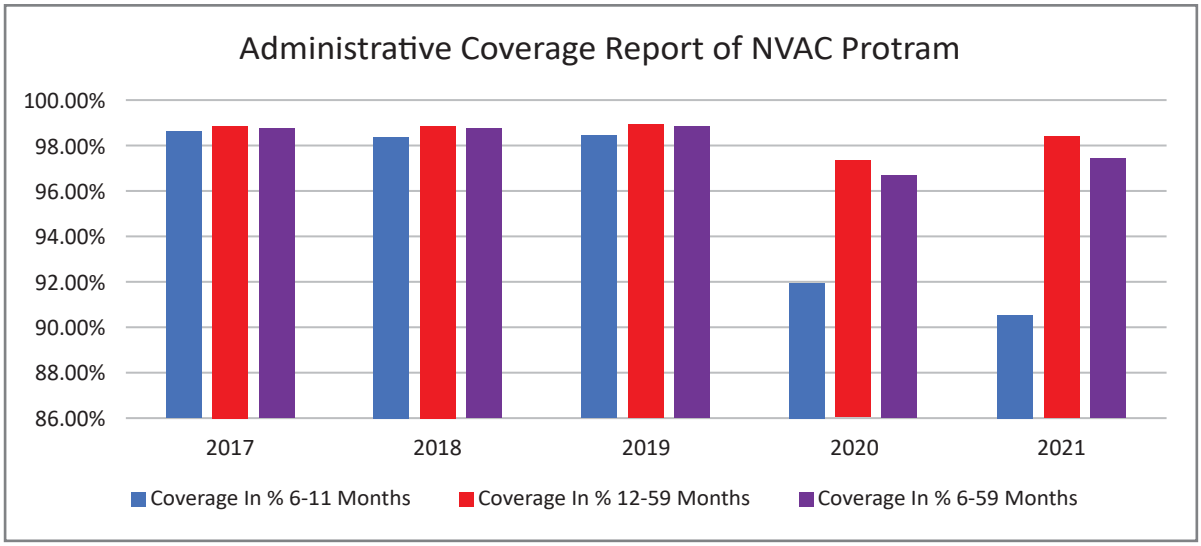

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কাভারেজ	
কাভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভে (CES)[৮]২০১৫	**বাংলাদেশ ডেমোগ্রফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১৭-২০১৮**
● ৬-১১ মাস বয়সী ৭৯.৬% শিশু ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত ছিল ● ১২-৫৯ মাস বয়সী ৮৭.৩% শিশু ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত ছিল ● ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের কাভারেজ বিবেচনা বরিশাল বিভাগে অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ (৯২.৬%) এবং ঢাকা বিভাগের অবস্থান ছিল সর্বনিম্ন (৭১.২%) ● ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের কাভারেজ বিবেচনা রংপুর বিভাগে অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ (৯৫.৪%) এবং ঢাকা বিভাগের অবস্থান ছিল সর্বনিম্ন (৮২.৭%)	● ২০১৭ সালে ৬-৫৯ মাস বয়সী ৭৯ শতাংশ শিশু ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণ করেছিল; ● ৮০ শতাংশ শিশু ৬-৫৯ মাস বয়সের আওতাভুক্ত ছিল; ● ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের হার ৬২ শতাংশ থেকে ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে; ● শহরাঞ্চলে ১২ থেকে ৩৫ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের হার বেশি; ● একজন শিশুর ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পায়;

[৮] বাংলাদেশ ইপিআই কাভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভে ২০১৫

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

দেশব্যাপী বছরে দুইবার ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনের দিন নির্ধারিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র, অতিরিক্ত কেন্দ্র এবং বাস স্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট, রেল স্টেশনে স্থাপিত ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রে যে সকল অভিভাবক তাদের ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসেন সেই সকল শিশুদের বয়স অনুসারে নীল ও লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পাশাপশি শিশুর সুস্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণের জন্য শিশুর অভিভাবকদের মাঝে নিচের পুষ্টিবার্তাগুলো প্রচার করা হয়; যা ক্যাম্পেইন পরবর্তী চারদিন বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময়েও চলমান থাকে এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো ও শিশুর অভিভাবকদের মাধ্যে পুষ্টিবার্তা প্রচারের এই কার্যক্রম "ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন" নামে পরিচিত; যা ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।

মূলত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের দুইটি অংশ রয়েছে

১। দেশব্যাপী বছরে দুইবার ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইনের দিন নির্ধারিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র, অতিরিক্ত কেন্দ্র এবং বাস স্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট, রেল স্টেশনে স্থাপিত ভ্রাম্যমান কেন্দ্রে যে সকল অভিভাবক তাদের ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসেন সেই সকল শিশুদের বয়স অনুসারে নীল ও লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো।

২। শিশুর সুস্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণের জন্য শিশুর অভিভাকদের মাঝে প্রয়োজনীয় পুষ্টিবার্তাগুলো প্রচার করা।

এই দুইটি কার্যক্রম একত্রে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন নামে পরিচিত।

পুষ্টি বার্তাসমূহ:

- জন্মের পরপরই প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে শালদুধসহ মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করুন
- জন্মের পর প্রথম ৬ মাস (১৮০ দিন) শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ান। পানি, মধু, চিনি বা মিছরির পানি ইত্যাদি খাওয়ানো যাবে না
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমত ঘরে তৈরি সুষম খাবার ২ বছর বয়স পর্যন্ত খাওয়ান
- মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ প্রাণিজ খাবার (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ খাবার (হলুদ ফলমূল ও রঙিন শাক-সবজি) খেতে দিন
- পরিবারের রান্নায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করুন।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল

উদ্দেশ্য

- ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব এক শতাংশের নিচে কমিয়ে আনা এবং তা অব্যাহত রাখা
- ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- ৯০ শতাংশ-এর বেশী শিশু, যাদের বয়স ৬-১১ মাস, প্রতি ছয় মাস অন্তর বছরে দুইবার একটি করে নীল রঙের ভিটামিন 'এ' (১ লক্ষ আইইউ) ক্যাপসুল পাবে
- ৯০ শতাংশ-এর বেশী শিশু, যাদের বয়স ১২-৫৯ মাস, প্রতি ছয় মাস অন্তর বছরে দুইবার একটি করে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' (২ লক্ষ আইইউ) ক্যাপসুল পাবে।

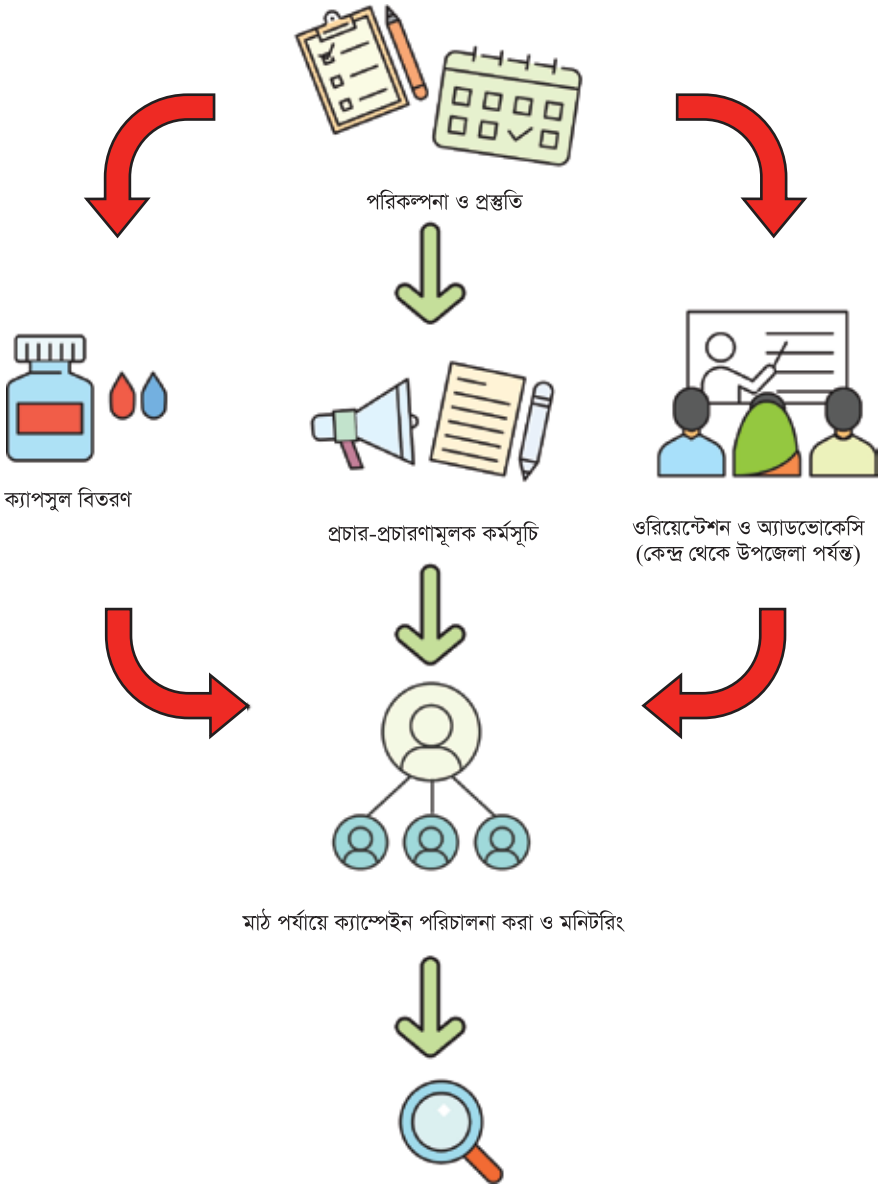

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম (উদ্দিষ্ট জেলা ও উপজেলার দূর্গম অঞ্চল)

প্রবাহচিত্র ০১: জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

ক্যাম্পেইনের মূল কার্যক্রম

- ৬-১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে একটি নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো।
- ১২-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে একটি লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো ।
- শিশুর জন্মের পর প্রথম ছয় মাস বা ১৮০ দিন শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে বার্তা প্রচার করা।
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমত ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোসহ অন্যান্য পুষ্টি বিষয়ক বার্তা প্রচার করা।

[৯] প্রচার প্রচারণা: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া; মসজিদ মাইকিং ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাধ্যমে প্রচার; ভ্রাম্যমান মাইকিং; সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার

ম্যাপ হালনাগাদকরণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীগণ এবং এনজিওকর্মীগণ গত ক্যাম্পেইনের পূর্বে তৈরীকৃত ওয়ার্ড ম্যাপ হালনাগাদ করবেন। পূর্বে তৈরি করা না হয়ে থাকলে মাঠকর্মীগণ নতুন ওয়ার্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানকারীগণ পুরাতন ম্যাপ সংশোধন/নতুন ম্যাপ তৈরি করার কাজে মাঠকর্মীদের সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন। ম্যাপে বিভিন্ন এলাকা এবং ঘরবাড়ি বিশেষ করে সম্ভাব্য বাদপড়া শিশু/এলাকাসমূহ (যথা- নদী, হাওড়, বাওড়, চর এলাকা, নির্মাণ এলাকা ইত্যাদি) সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করতে হবে। ম্যাপে সাব-ব্লক/ওয়ার্ডের সীমানার বাড়িগুলোকে জিআর (General Registration) নম্বর বা পরিবার প্রধানের নাম দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। এই ম্যাপ স্থায়ী কেন্দ্র ও বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাইক্রোপ্ল্যানিং এবং বাদপড়া শিশু অনুসন্ধানের সময় তত্ত্বাবধায়কগণ ব্যবহার করবেন।

শিশু নিবন্ধনের জন্য বাড়ি পরিদর্শন কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী ও এনজিওকর্মীদের সহায়তায় স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুর নিবন্ধন করবেন। প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর ক্ষেত্রে তার কর্ম এলাকার ৬-৫৯ মাস বয়সী নিবন্ধিত শিশুই সেই এলাকার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে। শিশুর নিবন্ধনের সময় ৬-৫৯ মাস বয়সী স্বাভাবিক শিশুর পাশাপাশি সংজ্ঞা অনুযায়ী ৬-৫৯ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদেরও চিহ্নিত করে নিবন্ধন করতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুর অর্থ এমন শিশু যে-

ক) জন্মগতভাবে, রোগাক্রান্ত হয়ে, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে, অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম।

খ) **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার-

- এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই বা
- উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই

গ) **শারীরিক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার-

- একটি বা উভয় হাত/পা নাই বা
- একটি হাত, পা পূর্ণ/আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রার অল্প দুর্বল যা দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ অবস্থা
- শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক
- স্নায়বিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্যহীনতা

ঘ) **শ্রবণ প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর;

ঙ) **বাক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

চ) **মানসিক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার মানসিক ভারসাম্য নেই বা আংশিকভাবে নষ্ট;

ছ) **বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যার উল্লেখিত একাধিক সমস্যা আছে;

শিশু নিবন্ধনের জন্য বাড়ি পরিদর্শনের সময় ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে মাঠকর্মীগণ নিম্নের বার্তাসমূহ প্রচার করবেন

- ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল একটি খাদ্য সম্পূরক যা আপনার শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।
- ভিটামিন 'এ' অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে আপনার শিশুকে রক্ষা করে পাশাপাশি শিশুর দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

- ভিটামিন 'এ' শিশুদের ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও হামের জটিলতা কমায় এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি কমায়।
- ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল শিশুর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- বছরে দুই বার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।
- যদি কোনো শিশু গত ৪ মাসের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তবে সেই শিশুকে ক্যাম্পেইনে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না।
- ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ভরাপেটে খাওয়ানো ভাল।
- ভিটামিন 'এ' খাওয়ালে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হওয়ার তেমন কোন ঝুঁকি নেই। তবে কোন ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।
- শিশুর শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি পূরণে বছরে দুইবার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পাশাপাশি অবশ্যই শিশুকে নিয়মিতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার প্রদান করতে হবে।
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের সময় ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য আপনার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে নিকটস্থ ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন (অভিভাবককে ক্যাম্পেইনের তারিখ জানাতে হবে)।
- সকল ক্যাম্পেইন কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ক্যাম্পেইনের সময় দেশের যে কোন ক্যাম্পেইন কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে পারবেন।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের জন্য জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিনের অন্তত ২ থেকে ৩ দিন পূর্বে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমে (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদি) নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণার জন্য নিচে বর্ণিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

মাইকিং ও প্রচারণা

- ক্যাম্পেইনের পূর্বে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে মাইকিং করতে হবে। এ ছাড়াও ক্যাম্পেইনের দিন প্রতিটি মসজিদে বারবার প্রচার করতে হবে।
- ক্যাম্পেইন পূর্ববর্তী শুক্রবার জুম্মার নামাজের পূর্বে মসজিদের ইমাম/খতিবের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ'-এর প্রয়োজনীয়তা মুসল্লিগণকে অবহিত করতে হবে এবং ক্যাম্পেইনের দিন ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে নিকটস্থ টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের মাধ্যমেও একই বার্তা প্রেরণ করতে হবে।

কেন্দ্রভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীগণ এবং এনজিওকর্মীগণ হালনাগাদকৃত ওয়ার্ড ম্যাপের তথ্য ও গত ক্যাম্পেইনের কাভারেজের তথ্য সমন্বয় করে ০৬-১১ মাস বয়সী শিশু ও ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জন্য নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজারদের নিকট প্রয়োজনীয় ক্যাপসুলের চাহিদা প্রদান করতে হবে এবং ক্যাম্পেইনের দিন নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রয়োজনীয় ক্যাপসুলসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

ক্যাম্পেইনের জন্য কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা করা

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্রটি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র

- গ্রাম এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডের ৮টি অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রকে ক্যাম্পেইনের দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণের জন্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং নির্ধারিত দিনে এই কেন্দ্রে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে এই ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপন

- ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এছাড়াও রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ফেরিঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল সহ অন্যান্য জনবহুল স্থানে অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

স্থায়ী কেন্দ্র

- সকল কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এনজিও পরিচালিত হাসপাতাল বা ক্লিনিক ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে।

অস্থায়ী ও অতিরিক্ত কেন্দ্রের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নির্ধারণ প্রতিটি কেন্দ্রে মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি দল ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক ও মাঠকর্মী মিলিতভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন। স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্যাম্পেইনের কমপক্ষে ২০ (বিশ) দিন পূর্বে শুরু করতে হবে এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও মাইক্রোপ্ল্যানিং সভার পূর্বে শেষ হতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী ১: ফর্ম-৫)। মাল্টি পারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার (MHVs), স্কুল শিক্ষক, এনজিওকর্মী, ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য আগ্রহীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন।

জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম

জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভা (SCNI/Stearning Committee For Nutrition Implementation): ১ (এক) দিন

জাতীয় পুষ্টিসেবা শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান, কৌশল নির্ধারণ এবং সর্বোপরি জাতীয় পুষ্টিসেবার চলমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও পরবর্তী ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে ও অন্যান্য কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।

জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ষ্টিয়ারিং কমিটি সভার উদ্দেশ্য

- জাতীয় পুষ্টিসেবা শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা
- জাতীয় পুষ্টিসেবার চলমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও আগামী ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদযাপনের তারিখ চূড়ান্ত করা এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা

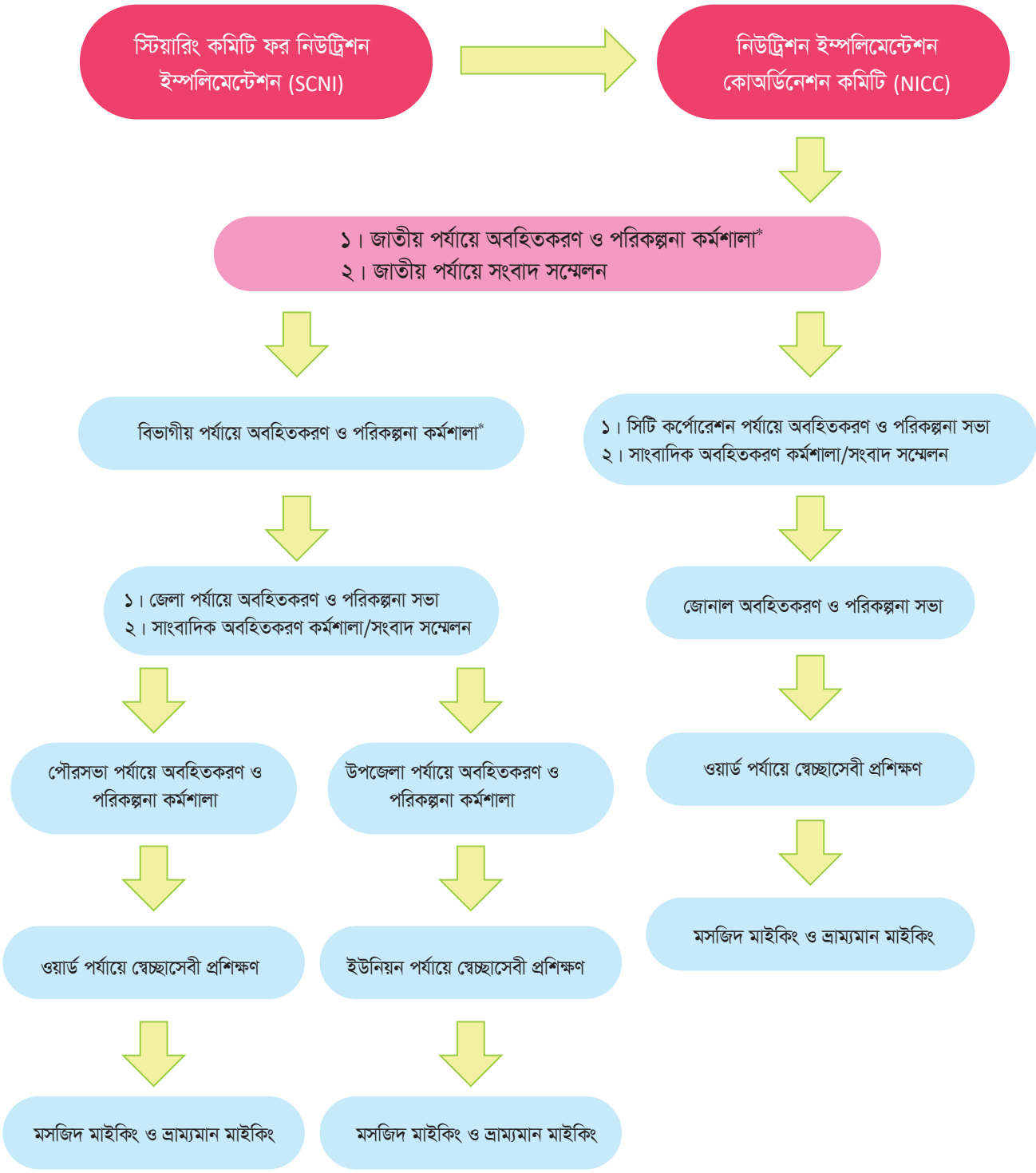

প্রবাহচিত্র ০২: জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম

*ক্যাম্পেইন পরবর্তী পর্যালোচনা কর্মশালা

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সহযোগিতা প্রস্তাব অনুমোদন করা
- জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।

জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সভা (NICC/Nutrition Implementation Coordination Committee): ১ (এক) দিন

জাতীয় পুষ্টিসেবার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।

সভার উদ্দেশ্য

- জাতীয় পুষ্টিসেবার অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- পরবর্তী জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের তারিখ নির্ধারণ এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;
- পূর্ববর্তী জাতীয় পুষ্টিসেবা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সভা পরবর্তী জাতীয় পুষ্টিসেবার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদযাপন সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা

জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা কর্মশালা: ১ (এক) দিন

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা আহ্বান করতে হবে। লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এই সভার তারিখ নির্ধারণ করবেন ও সকল অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা কর্মশালার উদ্দেশ্য:

- বিগত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের কভারেজ মূল্যায়ন করা, দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন করা
- বিভাগীয় ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভার তারিখ নির্ধারণ করা
- ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করা
- সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার সমন্বয়ে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

জাতীয় পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন: ১ (এক) দিন

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অবগতকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক বার্তা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা।

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা;
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কবা,

- ক্যাম্পেইনের বিষয়ে প্রচারণার সার্বিক দিকগুলো আলোচনা এবং অপপ্রচার/বিভ্রান্তি রোধে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;

বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম

বিভাগীয় ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা কর্মশালা: ১ (এক) দিন

বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এই সভার আয়োজন করবেন এবং ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করবেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

বিভাগীয় ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা কর্মশালার উদ্দেশ্য:

- ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করা;
- বিভাগীয় পর্যায়ে অন্যান্য সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার সমন্বয়ে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার জেলা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বিভাগীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা সম্পন্ন হওয়ার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে জেলা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা আয়োজন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- ক্যাম্পেইন বিষয়ে প্রাচারণার সার্বিক দিকগুলো আলোচনা করা এবং অপপ্রচার/বিভ্রান্তি রোধে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা; পূর্ববর্তী ক্যাম্পেইনের ফলাফল/অভিজ্ঞাতা সবাইকে অবগত করা;
- মাঠ পর্যায়ে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তদারকির জন্য Android মোবাইল ফোন ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম RTMR- এর ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা;

জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম

জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা: ১ (এক) দিন

সিভিল সার্জন এই সভার আয়োজন করবেন। এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন এবং পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম

- জেলা পর্যায়ে অন্যান্য সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার সমন্বয়ে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার জেলা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- উপজেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা আয়োজন করার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা;
- জেলা পর্যায়ে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনার জন্য মেডিকেল টিম গঠন করা;
- জেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন নিশ্চিত করা;
- ক্যাম্পেইন বিষয়ে প্রচারণার সার্বিক দিকগুলো আলোচনা করা এবং অপপ্রচার/বিভ্রান্তি রোধে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা;
- পূর্ববর্তী ক্যাম্পেইনের ফলাফল/অভিজ্ঞতা সবাইকে অবগত করা;
- মাঠ পর্যায়ে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তদারকির জন্য Android মোবাইল ফোন ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম RTMR- এর ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা;

- জেলা পর্যায়ে মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পর্কে অবহিত করা;

জেলা পর্যায়ে সংবাদমাধ্যম ওরিয়েন্টেশন/সংবাদমাধ্যম অবহিতকরণ সভা: ১ (এক) দিন

জেলা পর্যায়ে সংবাদমাধ্যম ওরিয়েন্টেশন/সংবাদ মাধ্যম অবহিতকরণ সভা সিভিল সার্জনের সভাপতিত্বে পরিচালিত হবে। এই ওরিয়েন্টেশনে জেলা পর্যায়ের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদমাধ্যমের সাথে ওরিয়েন্টেশন/ অবহিতকরণ সভার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

সংবাদমাধ্যম অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিতকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক বার্তা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা।

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা;
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ক্যাম্পেইনের বিষয়ে প্রচারণার সার্বিক দিকগুলো আলোচনা এবং অপপ্রচার/বিভ্রান্তি রোধে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;
- এই ওরিয়েন্টেশনে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের ফোল্ডার ও ক্যাম্পেইন সহায়িকা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করা।

উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা: ১ (এক) দিন

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এই ওরিয়েন্টশন ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করবেন। উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সমন্বয়ের মাধ্যমে সভার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সকল অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

উপজেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম

- ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করা;
- ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার উপজেলা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারদের জন্য ওরিয়েন্টশন ও মাইক্রোপ্ল্যানিং সভা আয়োজনের দিন নির্ধারণ এবং এর পূর্বে করণীয় কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা। মাইক্রোপ্ল্যানিং করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশনা প্রেরণ করা, যেমন: স্ব-স্ব মহল্লার ৩ জন করে মাঠকর্মী/শিক্ষক/এনজিওকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীদের নাম নির্ধারিত ফর্মে লিপিবদ্ধ করা;
- ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণের দিন নির্ধারণ এবং এর পূর্বে করণীয় কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা;
- উপজেলা পর্যায়ে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্যাবস্থাপনার জন্য মেডিকেল টিম গঠন করা;
- মাঠ পর্যায়ে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তদারকির জন্য Android মোবাইল ফোন ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম RTMR-এর ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা;

- ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম শেষে (ক্যাম্পেইনের দিন সকল শিশু ও পরবর্তী চার দিন শুধুমাত্র ক্যাম্পেইন থেকে বাদ পড়া শিশুদের অনুসন্ধান ও তাদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিত করা সহ) কাঁচি ও অব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা, ক্যাম্পেইন শেষে সেগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরতের প্রক্রিয়া এবং প্রতিবেদন লিখিতভাবে জেলা পর্যায়ে অবহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ (এক) ব্যাচ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, এনজিওকর্মী, ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য আগ্রহীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন;
- প্রতি ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে একটি ব্যাচ হবে;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ম সারির তদারককারী অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ব্যাক্তি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষক মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সহায়িকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিবে;
- প্রশিক্ষক হাতে কলমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর নিয়ম দেখাবেন;
- প্রশিক্ষক স্বেচ্ছাসেবীদেরকে শিশুদের বয়স নির্ধারণ, প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ, টালি শিট পূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে এবং যথাযথভাবে টালি শিট পূরণ করা অনুশীলন করাবেন; *(সংযোজনীসমূহ: ফর্ম-৬)*

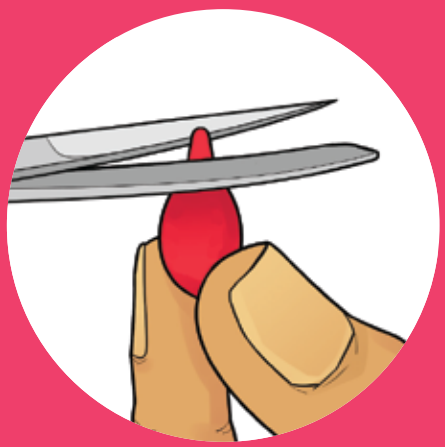

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের মুখ কাঁচি দিয়ে কেটে ভিতরের সম্পূর্ণ তরল অংশটুকু শিশুকে খাওয়াতে হবে

লক্ষ্য রাখতে হবে ক্যাপসুল খাওয়ানোর সময় যেন শিশুর মুখগহ্বরে হাতের স্পর্শ না লাগে। কোনভাবেই শিশুকে পূর্ণ বা গোটা ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না

চিত্র: ০৪

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কার্যক্রম

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পরিকল্পনা সভা: ১ (এক) দিন

সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই সভার আয়োজন করবেন এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম

- সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত শহর এলাকায় ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করা;
- পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- জোনাল পর্যায়ে অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

জোন পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম

- ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য জোনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করনীয় সম্পর্কে অবগত করা;
- পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার জোন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের পূর্ববর্তী ৭ দিনের মধ্যে প্রতি ওয়ার্ডে ১ (এক) ব্যাচ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, এনজিওকর্মী, ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য আগ্রহীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন;
- প্রতি ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে একটি ব্যাচ হবে;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ম সারির তদারককারী অথবা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ব্যাক্তি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষক মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সহায়িকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিবেন;
- প্রশিক্ষক হাতে কলমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর নিয়ম দেখাবেন।
- প্রশিক্ষক স্বেচ্ছসেবীদেরকে শিশুদের বয়স নির্ধারণ, প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ, টালি শিট পূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে এবং যথাযথভাবে টালি শিট পূরণ করা অনুশীলন করাবেন; *(সংযোজনীসমূহ: ফর্ম-৬)*

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন/অবহিতকরণ সভা: ১ (এক) দিন

সিটি কর্পোরেশনের সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন/সংবাদমাধ্যম অবহিতকরণ সভা প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সভাপতিত্বে পরিচালিত হবে। এই ওরিয়েন্টেশনে সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন/সংবাদমাধ্যম অবহিতকরণ সভার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম:

সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন/সংবাদমাধ্যম অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিতকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক বার্তা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা।

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা;
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ক্যাম্পেইনের বিষয়ে প্রচারণার সার্বিকভাবে পজেটিভ দিকগুলো আলোচনা এবং অপপ্রচার/বিভ্রান্তি রোধে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;

পৌরসভা পর্যায়ে কার্যক্রম

পৌরসভা অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা: ১ (এক) দিন

সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মহোদয় ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন মহোদয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সভার আয়োজন করবেন এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। তবে এই ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা সম্পন্ন হওয়ার ৩ কর্মদিবসের মধ্যে আয়োজন করতে হবে।

পৌরসভা পর্যায়ে অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম:

- পৌরসভার আওতাভুক্ত শহর এলাকায় ক্যাম্পেইন সফলভাবে পরিচালনার জন্য পৌরসভার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করা;
- পৌরসভার আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- পরিকল্পনা সভা পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রেরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ওয়ার্ড ম্যাপ হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়ার্ড ম্যাপ হালনাগাদের পরিকল্পনা করা;
- ওয়ার্ড পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা আয়োজনের দিন নির্ধারণ এবং এর পূর্বে করণীয় কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা;

স্বাস্থ্যকর্মী/সুপারভাইজারদের ওরিয়েন্টেশন/পরিকল্পনা সভা: ১ (এক) দিন

- পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দিনব্যাপী ওয়ার্ড পর্যায় এই সভার আয়োজন করবে এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- এই সভায় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সকল স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারকে ক্যাম্পেইনের পূর্বে, ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত দিন এবং পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে অবগত করবেন;
- কর্মীগণ সঠিক বয়সের শিশুকে সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াচ্ছে কিনা তা যেন পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে কোথাও ভুল পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে যেন সঠিক নিয়ম শিখিয়ে দেওয়া হয় সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে;
- এই সভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং এর পরিকল্পনা করতে হবে;
- এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারগণ তাদের স্ব-স্ব জায়গার মাইক্রোপ্ল্যানিং ফর্মটি পূরণ করবেন; *(সংযোজনী ১: ফর্ম-২)*

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ (পৌর এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়): ১ (এক) দিন স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের নির্ধারিত তারিখের পূর্ববর্তী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ (এক) ব্যাচ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, এনজিওকর্মী, ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য আগ্রহীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন;
- প্রতি ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে একটি ব্যাচ হবে;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ম সারির তদারককারী অথবা পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষক মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সহায়িকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিবে;
- প্রশিক্ষক হাতে কলমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর নিয়ম দেখাবেন;
- প্রশিক্ষক স্বেচ্ছাসেবীদেরকে শিশুদের বয়স নির্ধারণ, প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ, টালি শিট পূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে এবং যথাযথভাবে টালি শিট পূরণ করা অনুশীলন করাবেন; *(সংযোজনীসমূহ: ফর্ম-৬)*

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সংরক্ষণ পদ্ধতি

- বাতাস ও সূর্যালোক ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে;
- ক্যাপসুল রাখার পাত্র/কৌটাটি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণের সময় নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:-
  - পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলো পায় এমন স্থান থেকে দূরে রাখতে হবে;
  - ক্যাম্পেইন শুরুর পূর্বে প্রতিটি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল রাখার পাত্র/ কৌটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে (পাত্র/কৌটা ঝাঁকানোর মাধ্যমে) যাতে পাত্রে সংরক্ষিত ক্যাপসুলগুলো একটির সাথে আরেকটি লেগে না থাকে এবং যদি কোন পাত্রের সংরক্ষিত ক্যাপসুল একটির সাথে আরেকটি লেগে থাকে সেক্ষেত্রে সেই পাত্রটি আলাদা করে রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেই বিষয়ে অবহিত করতে হবে;
  - পাত্রটি অত্যানুকুল তাপমাত্রায় (১৫-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস) সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাপ ও সূর্যালোক থেকে দূরে রাখতে হবে;
  - প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তুলনামূলক শীতল রুমে রাখতে হবে;
  - কোন অবস্থাতেই পাত্রটি হিমায়িত করা যাবে না;

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল পরিবহনের সময় "হিমায়িত পাত্রের" মাধ্যমে তাপমাত্রা বজায় রাখার (Cold Chain Maintainance) কোন প্রয়োজন নেই।

ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্রে মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের সফলতার জন্য একটি সুসংগঠিত কেন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকাল ৮টার পূর্বেই বিতরণ কেন্দ্র থেকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, কাঁচি ও টালি শিট সংগ্রহ করতে হবে। ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্রটি সহজে চেনার জন্য কেন্দ্রটিকে অবশ্যই মনিফ্ল্যাগ/পুষ্টিফ্ল্যাগ দিয়ে সাজাতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী/এনজিওকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি দল নিম্নলিখিত কাজ করবেন-

ভিড় নিয়ন্ত্রণকারী ও উদ্বুদ্ধকারী (যিনি ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করবেন)

- অভিভাবকদের স্বাগত জানাবেন এবং একমুখী যাতায়াতের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবেন;
- বয়স অনুযায়ী (৬-১১ মাস এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের) দুইটি লাইনে সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করাবেন;
- পুষ্টিবার্তা প্রচার করবেন ।

শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর পূর্বে করণীয়:

- শিশুর অভিভাবককে (মা-বাবা অথবা শিশুরর পরিচর্যাকারী) ভিটামিন ‘এ’ সাপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করুন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
  - এটা ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল, যা একটি খাদ্য সম্পূরক।
  - ভিটামিন ‘এ’ আপনার শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।
  - ভিটামিন ‘এ’ শিশুকে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও জটিলতা কমায় এবং শিশুমৃত্যু ও ঝুঁকি কমায়।
- শিশুর অভিভাবক যদি শিশুর টিকা কার্ড বা গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটি সাথে নিয়ে আসে, তবে সেই কার্ড অনুযায়ী শিশুর বয়স যাচাই করুন এবং শেষ ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ার তারিখটি নিশ্চিত করুন।
- যদি শিশুর অভিভাবক টিকা কার্ড বা গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটি সঙ্গে নিয়ে না আসে তবে সঠিক নিয়মে শিশুর বয়স যাচাই করুন এবং নিচের ধাপ অনুসরণ করে শেষ ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ার তারিখটি যাচাই করুন;
  - শিশু আগে ভিটামিন এ খেয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে, মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে বিগত ৪ মাসে শিশু ভিটামিন এ খেয়েছে কি না তা জিজ্ঞেস করুন।
  - মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে লাল ও নীল ক্যাপসুল দেখিয়ে সর্বশেষ ডোজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন।
  - যদি শিশু বিগত ৪ মাসে ভিটামিন-‘এ’ খেয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত ভিটামিন দেয়ার দরকার নেই কিন্তু মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে সম্ভাব্য পরবর্তী ভিটামিন-‘এ’ ক্যাম্পেইনের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করুন।
  - যদি শিশু বিগত ৪ মাসে ভিটামিন-‘এ’ না খেয়ে থাকে, তাহলে বয়স অনুযায়ী শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিত করুন।

বয়স অনুযায়ী শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো

- ৬-১১ মাস বয়সী শিশুকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াবেন;
- ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ১টি লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াবেন।

চিত্র ০৫: নীল ও লাল রংয়ের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল

টালি শিট পূরণ

প্রতিটি শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর টালি শিটের নির্দিষ্ট ঘরে টালি দিবেন এবং শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটিতে শিশুর ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর তারিখটি লিপিবদ্ধ করুন।

যাদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না

- ৬ মাসের কম বয়সী শিশু
- ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশু
- বিগত ১ মাসের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশু
- অসুস্থ শিশু
- গর্ভবতী নারী

কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের ঘাটতি পূরণে করণীয়

সংশ্লিষ্ট মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) ঘাটতি পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে জোন অফিস) বা সাব-সেন্টারে পাঠাবেন যা সাব-স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মাঠকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীগণ আগে থেকেই জেনে রাখবে যে, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের স্বল্পতা দেখা দিলে তা কোন সাব-স্টোর থেকে সংগ্রহ করা যাবে। দিনের শেষে অব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে/পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ/সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

ক্যাম্পেইনের সময় অভিভাবকদের যেসকল পুষ্টি বার্তাসমূহ প্রচার করতে হবে

- জন্মের পরপরই নবজাতককে শালদুধসহ মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করুন;
- জন্মের পর প্রথম ৬ মাস (১৮০ দিন) শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ান। পানি, মধু, চিনি বা মিছরির পানি ইত্যাদি খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন;
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমত ঘরে তৈরি সুষম খাবার খেতে দিন;
- মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ প্রাণিজ খাবার (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ খাবার (হলুদ-কমলা রঙের শাক-সবজি ও ফলমূল) বেশি করে নিয়মিত খেতে দিন;
- পরিবারের রান্নায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করুন;
- আপনার শিশুকে পরবর্তীতে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য আগামী ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে অবশ্যই আপনার নিকটস্থ ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম
(দূর্গম এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমে একটি শিশুও যেন ভিটামিন 'এ' খাওয়া থেকে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করার জন্যে ক্যাম্পেইন পরবর্তী ৪ (চার) দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাদ পড়া শিশুদের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। দূর্গম এলাকায় বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চল বা হাওড়-বাওড় ও চর এলাকায় ক্যাম্পেইনের দিনই বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য বাদপড়া শিশু বা এলাকাসমূহ

বেদে (যারা নৌকায় বাস করে)	চর এলাকা	শরণার্থী শিবির	এতিমখানা
ভাসমান পথ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু	হাওড়, বাওড় এলাকা	চা বাগান শ্রমিক	যৌন পল্লী
পাহাড়ী জনগোষ্ঠী	ছিট-মহল এলাকা	যেখানে ইমারত তৈরী হচ্ছে	বস্তি/অন্যান্য এলাকা
ওয়ার্ড/সাব-ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকা	হাসপাতাল	জেলখানা	পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকার বসতবাড়ি (বিশেষ করে বহুতল ভবন)

মাঠকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি শিশুকে খুঁজে বের করে (যারা বাড়িতে বসবাস করে না তাদেরসহ) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে। এ কারণেই এই কর্মসূচীকে বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান (Child to Child Searching) কার্যক্রম বলা হয়।

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কিভাবে করতে হবে

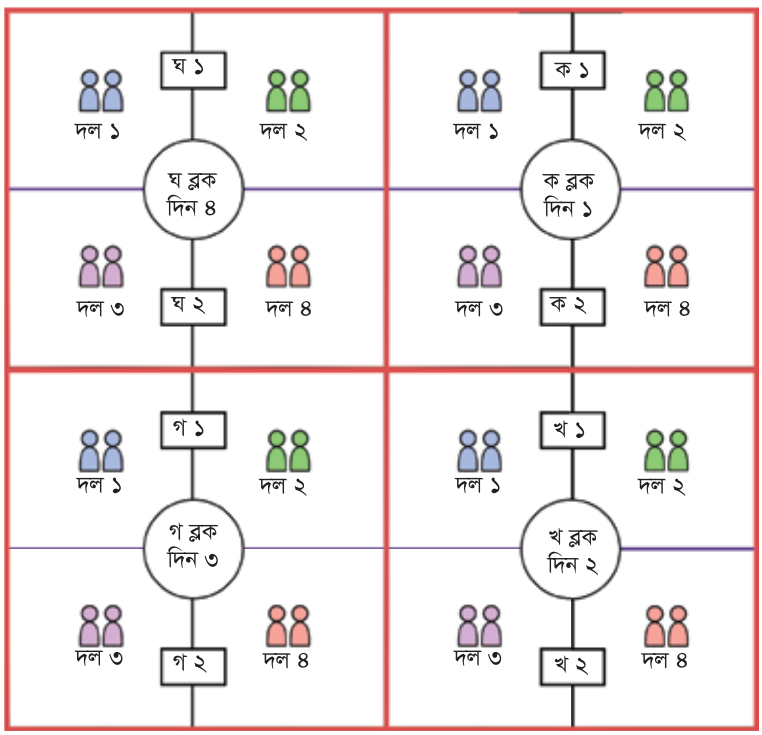

চিত্র ০৬: ব্লক বিভাজন

গ্রামাঞ্চল

প্রতিটি সাব-ব্লকে প্রতিদিন ২টি দল কাজ করবে। প্রতিদিন ২টি সাব-ব্লকে মোট ৪টি দল কাজ করবে। অতএব, সম্পূর্ণ ওয়ার্ডে কাজ সম্পন্ন হবে ৪ দিনে। প্রতি দলে দুইজন মাঠকর্মী থাকবে (একজন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবে এবং অন্যজন টালি দিবে)। প্রতিটি দল ৬-৫৯ মাস বয়সী যে সকল শিশু ক্যাম্পেইনের দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়া থেকে বাদ পড়েছে তাদের প্রত্যেককে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবে। প্রতিটি দলের কাছে কমপক্ষে ২০টি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি সাব-ব্লকের জন্য ৪০ টি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল নিতে হবে। মাঠকর্মীগণ সকাল ৮:০০ টার মধ্যে কেন্দ্র থেকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং টালি শিট সংগ্রহ করবে এবং সেই দিনের জন্য নির্ধারিত সাব-ব্লকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবে। কাজের সুবিধার জন্য প্রতি সাব-ব্লককে দুই ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে ১টি দল কাজ করবে। তাঁরা পূর্বে প্রস্তুত করা ওয়ার্ড ম্যাপ অনুসরণ করে আলাদাভাবে বাদ পড়া শিশুদের খুঁজে বের করে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবে। প্রতিটি দল দূরের এলাকা থেকে কাজ শুরু করে সাব-ব্লকের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হবে। যারা বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধানের সময় যাতায়াতের মধ্যে থাকবে তাদের শিশুরা যেন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধানকালীন ৪ দিন রেলস্টেশন, ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট, বাসস্টেশন এবং বিমান বন্দরে স্থায়ী কেন্দ্র চালু রাখতে হবে।

শহরাঞ্চল

দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং সকল পৌরসভার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান কর্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। যেহেতু শহরাঞ্চলে ওয়ার্ড ৮টি সাব-ব্লকে বিভক্ত নয় সেহেতু ওয়ার্ড এবং জোনাল প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা সভায় এনজিওকর্মী, পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মী/সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মীগণ তাদের কাজের এলাকা ভাগ করে নিবে। প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা কত হবে তা পরিকল্পনা সভায় নির্ধারণ করতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সদর হাসপাতাল

ক্যাম্পেইনের দিন ও পরবর্তী ৪ দিন (ক্ষেত্রবিশেষে) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সদর হাসপাতালে একটি করে স্থায়ী কেন্দ্র চালু থাকবে।

কিভাবে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান করতে হবে

স্বাস্থ্যকর্মী শিশুর পরিবারে/বাড়িতে যাবে এবং অভিভাবকদের সাথে কুশল বিনিময় করে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে -

১। আপনার ঘরে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সের কোন শিশু আছে কী?

২। পরে জিজ্ঞাসা করুন-শিশুটি কি এ সপ্তাহের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের দিন বা গত ৪ মাসের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খেয়েছে কি না?

- **যদি ১ নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় তাহলে শিশুটিকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ান এবং ফর্মের নির্দিষ্ট ঘরে টালি চিহ্ন দিন।**
- **যদি ২ নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে শিশুটিকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো যাবে না।**

কিভাবে বাড়িতে এবং টালি শিটে চিহ্ন দিতে হবে

বাড়ি পরিদর্শনের সময়

বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধানের সময় প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করে বাদ পড়া শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর চক ব্যবহার করে প্রতিটি বাড়িতে পরিদর্শনের তারিখ লিখতে হবে এবং টালি শিটে নীচের বামদিকের ঘরে টালি দিতে হবে। বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধানের সময় আপনি এমন বাড়ি পেতে পারেন যা বন্ধ বা সে মুহূর্তে বাড়িতে কোন লোক নেই এবং প্রতিবেশীরাও তাদের সংবাদ জানে না। তাছাড়া এমন বাড়িও পেতে পারেন যেখানে লোকজন আছে কিন্তু যে শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবেন সে বাড়িতে নেই, এ রকম বাড়ি/বাড়িগুলো পরে পুনঃপরিদর্শন করতে হবে। সুতরাং সে বাড়ি/বাড়িগুলোতে চক দ্বারা কোন তারিখ লিখবেন না এবং সে বাড়ি/বাড়িগুলোর নম্বর বা বাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা টালি শীটে নির্দিষ্ট ঘরে লিখতে হবে।

যেসকল বাড়ি পুনঃপরিদর্শন করতে হবে সেসকল বাড়িতে তারিখ লিখবেন না এবং বাড়ি নম্বর/বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা টালি ফর্মে লিখে রাখবেন কারণ

- মাঠকর্মী দল সাব-ব্লক/ওয়ার্ড (শহরাঞ্চল) ছেড়ে আসার আগে যেসকল বাড়ি পুনঃপরিদর্শন করতে হবে সেগুলো সম্ভব হলে আবার পরিদর্শন করবেন।
- তারপরও যে সকল বাড়ি পরিদর্শন থেকে বাদ পড়বে তত্ত্বাবধায়কগণ সেগুলো পরের দিন পুনঃপরিদর্শন করবেন।

যেসকল শিশুদের ঘরবাড়ি নেই তাদের ক্ষেত্রে

যেসকল শিশুদের ঘরবাড়ি নেই (বেদে, ভাসমান পথশিশু ইত্যাদি) তাদেরকেও অবশ্যই খুঁজতে হবে এবং ক্যাম্পেইনের দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়া থেকে বাদ পড়ে থাকলে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে ঘরবাড়ি থাকুক বা না থাকুক সকল শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর টালি শিটে টালি দিতে হবে। যেসকল লোক যাতায়াতের মধ্যে রয়েছে তাদের শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে ৪ দিন বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলবে তখনও বাসস্টেশন, ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট ও ট্রেনস্টেশনে ক্যাম্পেইন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান

সকল এএইচআই, এইচআই, এফপিআই, এফডাব্লিউভি, এসএসিএমও এসআই, জোনাল ইনচার্জ (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষেত্রে) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তাগণ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবে। প্রতি ওয়ার্ডে (গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল) কমপক্ষে একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একটি লিখিত তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

তত্ত্বাবধান কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

- তত্ত্বাবধায়কগণ ক্যাম্পেইনের দিন মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা করতে প্রতিটি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন;
- তত্ত্বাবধানকারী নিশ্চিত করবেন যে, ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে একমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিটি শিশুকে বয়স অনুযায়ী ক্যাপসুল খাওয়ানোর পরপরই সঠিকভাবে টালি শিটে টালি চিহ্ন দেয়া হচ্ছে;
- তত্ত্বাবধায়কগণ নিশ্চিত করবেন যে, সকল শিশু (বিশেষ করে দূর্গম এলাকার) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ার জন্য কেন্দ্রে এসেছে;
- তত্ত্বাবধায়কগণ কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় তত্ত্বাবধায়ক চেকলিস্ট পূরণ করবে এবং দিনের শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন।

পরিদর্শনের সময় কোন মারাত্মক অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে জানাবে এবং সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা

প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে হবে। দূর্গম এলাকার জন্য অবশ্যই একের অধিক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে হবে। সকল এএইচআই, এইচআই, এফপিআই, এফডাব্লিউভি, এসএসিএমও, এসআই, জোনাল ইনচার্জ (সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষেত্রে) প্রথম সারির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আনসার/ভিডিপি, পুলিশ, মিলিটারী, ধর্মীয় নেতা, কৃষি বা অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দও প্রথম সারির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতে পারেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের মেডিকেল অফিসার

দ্বিতীয় সারির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবেন। উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ক্যাম্পেইনের ৩ সপ্তাহ আগেই তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত থাকবে, কোন তত্ত্বাবধায়ক কবে, কখন, কোন সাব-ব্লকে/ওয়ার্ডে (শহরাঞ্চলে) যাবে।

তত্ত্বাবধায়কগণের কাজ

ওয়ার্ড পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক (১ম সারির তত্ত্বাবধায়ক)

ওয়ার্ড পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়কদের অবশ্যই সকাল ৮টার মধ্যে বিতরণ কেন্দ্রে যেতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীগণ কখন ভিটামিন 'এ' নিতে এসেছে তা নির্দিষ্ট ফর্মে নোট করতে হবে। বিতরণ কেন্দ্র থেকে সর্বশেষ ভিটামিন 'এ' নেয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়কদের অবশ্যই বিতরণ কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীগণ তত্ত্বাবধায়ক চেকলিস্টে তাদের নাম ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সংগ্রহ করার সময় লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করবে এছাড়াও তত্ত্বাবধায়কগণ কেন্দ্র পরিদর্শনকালীন সময়ে যে সকল বিষয়ে নজর রাখবেন:

- কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী কর্মীগণ যাতে সঠিক বয়সের শিশুকে সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান তা নিশ্চিত করতে হবে;
- যদি কোন কেন্দ্রে এই বিষয়ে কোন ভুল পরিলক্ষিত হয় তাহলে সাথে সাথে সঠিক নিয়মে শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো শিখিয়ে দিতে হবে।
- তাঁর অধীনস্ত ওয়ার্ডের সকল কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবেন এবং চেকলিস্ট পূরণ করবেন।
- কেন্দ্রসমূহের সার্বিক আয়োজন পর্যবেক্ষণ করবেন ও চেকলিস্ট পূরণ করবেন।
- তত্ত্বাবধায়কগণ চেকলিস্ট পূরণ করে বিকাল ৫টার মধ্যে বিতরণ কেন্দ্রে ফেরত পাঠাবেন।

কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের ঘাটতি পূরণ ও প্রয়োজনীয় তদারকি

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) ঘাটতি পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে জোন অফিস) বা সাব সেন্টারে পাঠাবে যা সাব-স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক এই সাব-স্টোরটি অবশ্যই তদারকি করবেন। স্বাস্থ্যকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীগণ আগে থেকেই জেনে রাখবে যে, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের স্বল্পতা দেখা দিলে তা কোন সাব-স্টোর থেকে সংগ্রহ করা যাবে। দিনের শেষে অব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে/পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ/সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

উপজেলা পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক (২য় সারির তত্ত্বাবধায়ক)

২য় সারির তত্ত্বাবধায়কগণ (উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন/শিশু), মেডিকেল অফিসার ডিজিজ কন্ট্রোল, পাবলিক হেলথ নার্স ক্যাম্পেইন চলাকলীন সময়ে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে যাবেন। দ্বিতীয় সারির তত্ত্বাবধায়কগণ ক্যাম্পেইন কেন্দ্রের সকল প্রস্তুতি, লজিস্টিক বিতরণ, সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, কোন দূর্ঘটনা/সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, কেন্দ্র পরিদর্শন, উপজেলার আওতাভূক্ত কোন কেন্দ্রে শিশুদের ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর পরে যদি কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করবেন।

জেলা/বিভাগ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক

জেলা/বিভাগ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানগণ ওই জেলা/বিভাগ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সকল প্রকার প্রস্তুতি, লজিস্টিক বিতরণ, কেন্দ্রপরিদর্শন, যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তদারকি করবেন। এছাড়াও কোন দূর্ঘটনা/সমস্যা/অপপ্রচার/গুজব হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জেলা/বিভাগ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত কোন কেন্দ্রে শিশুদের ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর পরে যদি কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করবেন।

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের রিপোর্টিং

১. প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য টালি শিট পূরণ করা।

২. উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টালি শিটসমূহ ইউনিয়নভিত্তিক সমন্বয় করে উপজেলার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। উপজেলা পর্যায়ে যে সমস্ত পৌরসভা রয়েছে তার প্রতিবেদন উপজেলার প্রতিবেদনের সাথে সংযোজন করতে হবে। (সংযোজনীসমূহ: ফর্ম-৮)

৩. উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ডের প্রতিবেদন পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে জেলা/সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করবে।

৪. সিভিল সার্জন অফিস উপজেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং জেলা পর্যায়ে পৌরসভার প্রতিবেদন সমন্বয় করে জেলা প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ওয়ার্ড ও জোনের প্রতিবেদন সমন্বয় করে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনের সংকলিত প্রতিবেদন পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ (ই-মেইল: nns.gov@gmail.com) প্রেরণ করতে হবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনীসমূহ: ফর্ম-৮)। একই সাথে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম DHIS-2 তে প্রতিবেদন যথাযথভাবে আপলোড করতে হবে।

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্মসমূহ (সংযোজনীসমূহের অন্তর্ভুক্ত)

০১. ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল ও লজিস্টিকের চাহিদাপত্র: ফর্ম-১

০২. স্থায়ী কেন্দ্রের জন্য মাইক্রোপ্ল্যানিং ফর্ম: ফর্ম-২

০৩. ইউনিয়ন/জোনাল প্ল্যানিং ফর্ম: ফর্ম-৩

০৪. আইপিসি ফর্ম (শিশু নিবন্ধনের জন্য ও বাড়ি পরিদর্শনের সময় ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে মূল পুষ্টিবার্তা প্রচার কাজে ব্যবহার করবে): ফর্ম- ৪

০৫. ভলান্টিয়ার লিস্ট ফর্ম: ফর্ম-৫

০৬. ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর টালি শিট: ফর্ম-৬

০৭. ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের দিন তদারকি চেকলিস্ট: ফর্ম-৭

০৮. জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের রিপোর্ট ফর্ম: ফর্ম-৮

০৯. বাদপড়া শিশু সার্চিং/অনুসন্ধান টালি শিট: ফর্ম-৯

১০. বাদপড়া শিশু সার্চিং/অনুসন্ধান-এর দিন তদারকি চেকলিস্ট: ফর্ম-১০

১১. জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের সার্চিং রিপোর্ট ফর্ম: ফর্ম-১১

রিয়েল টাইম মনিটরিং সিস্টেম

রিয়েল টাইম মনিটরিং সিস্টেমের সুবিধাসমূহ

- ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে;
- মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদের দদ্বতা বৃদ্ধি করে;
- ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে।

রিয়েল টাইম মনিটরিং হল একটি মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপস ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সাথে সাথে বা যথাসময়ে মনিটরিং রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় মোবাইল অ্যাপসটিতে একটি মনিটরিং চেকলিস্ট থাকে যা স্মার্টফোন দ্বার খুব সহজেই পূরণ করা সম্ভব।

রিয়েল টাইম মনিটরিং এর স্বার্থে অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকা আবশ্যক সেই সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাপস রিয়েল টাইম মনিটরিং এ চেকলিস্ট পূরণ করার পরপরই তা অ্যাপস এর মাধ্যমে ONA সার্ভারে চলে আসে। এখানে অনলাইন ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ এবং তথ্য ভিজুয়ালাইজেশন করা যায়।

রিয়েল টাইম মনিটরিং এর স্বার্থে অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকা আবশ্যক সেই সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাপস ব্যবহারে আগ্রহী এবং ন্যূনতম ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। প্রশিক্ষণ শেষে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মনিটরিং এ অংশগ্রহণ আবশ্যক। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল ফোনে মোবাইল ডেটা (ইন্টারনেট) থাকা আবশ্যক।

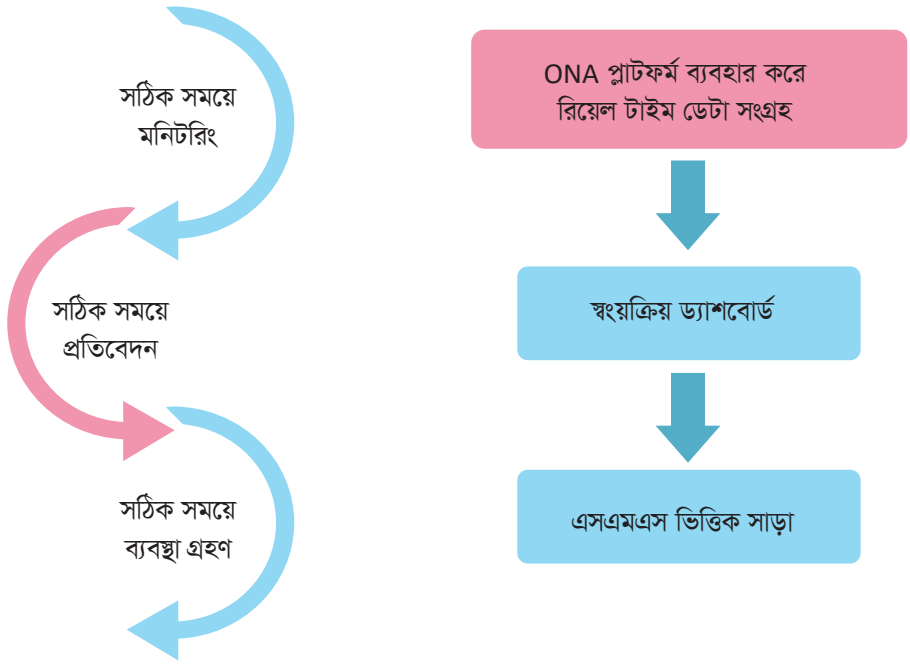

প্রবাহচিত্র ০৩: রিয়েল টাইম মনিটরিং অ্যাপস-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া

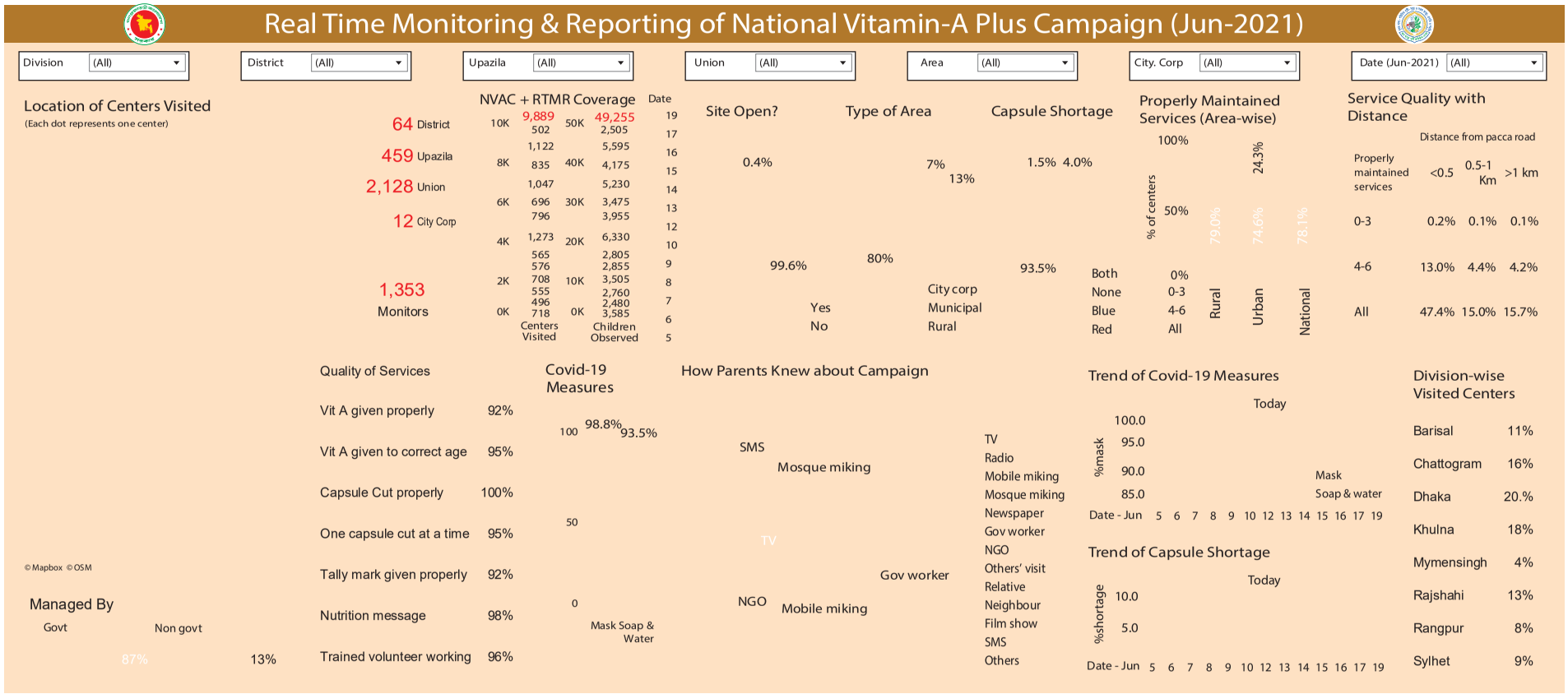

রিয়েল টাইম মনিটরিং রিপোর্ট: ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন জুন, ২০২১

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের রিপোর্টিং সিস্টেম

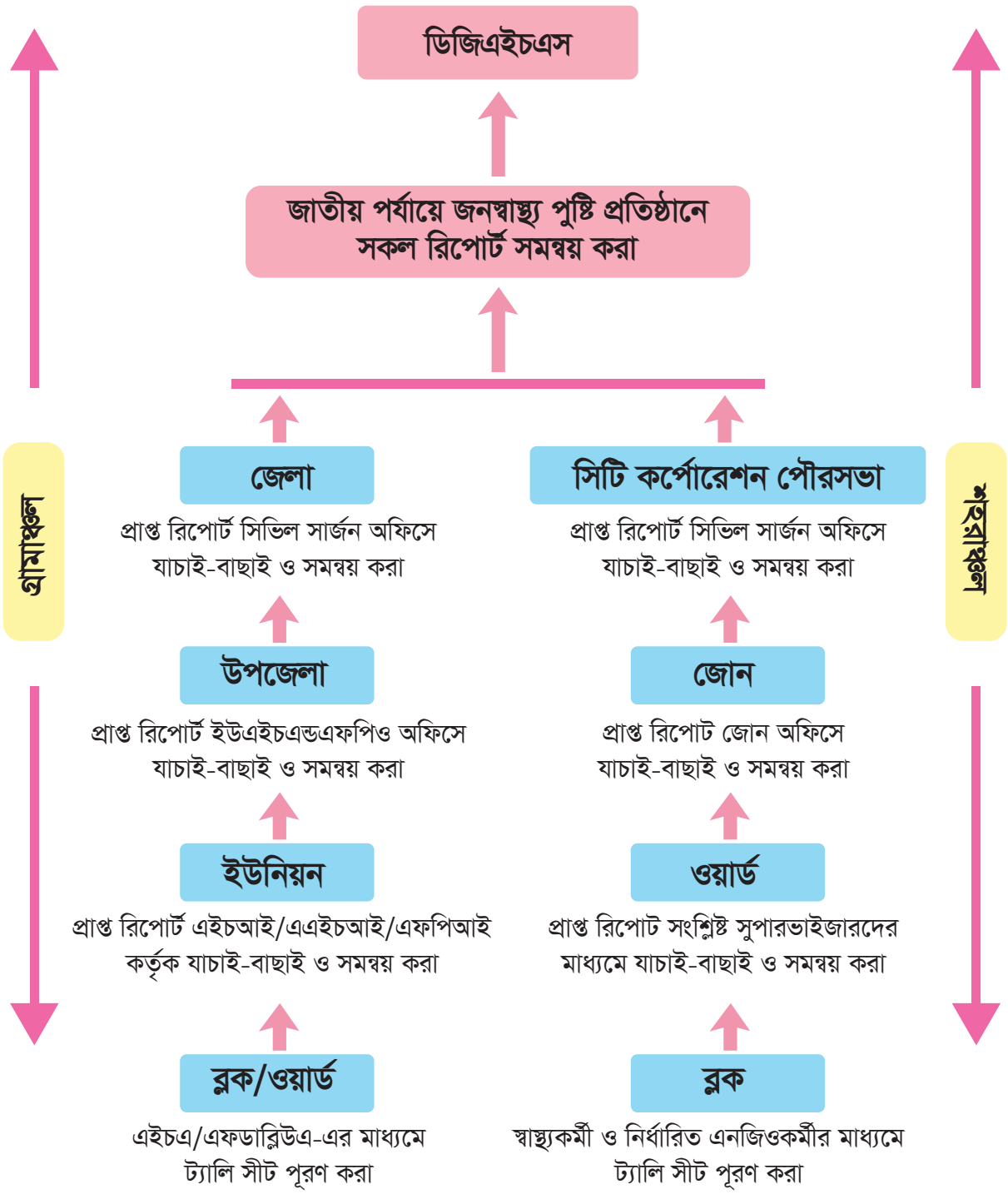

প্রবাহচিত্র ০৪: মাঠ পর্যায়ে থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভিটামিন ‘এ‘ প্লাস ক্যাম্পেইনের রিপোর্টিং সিস্টেম

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় কেন্দ্রে কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে Global Alliance for Vitamin A (GAVA) গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের করণীয়

চিত্র-০৭

কোভিড-১৯ বা এই জাতীয় সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ক্যাম্পেইন পরিচালনায় করণীয়

- ক্যাম্পেইন পরিচালনার পূর্বে স্বাস্থ্যকর্মী ও নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবীদের কারো কোভিড-১৯ পজিটিভ আছে কিনা কিংবা জ্বর-কাশি, শ্বাসকষ্টসহ অন্য কোন সংক্রামক রোগের উপসর্গ/লক্ষণ আছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে যাচাই করে সম্ভব হলে স্ক্রিনিং করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নিজস্ব স্ক্রিনিংও বিবেচনায় রাখতে হবে।
- স্ক্রিনিং-এ কোভিড-১৯ পজেটিভ হলে কিংবা অন্য কোন সংক্রামক রোগের উপসর্গ দেখা দিলে স্বাস্থ্যকর্মী ও নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবীদেরকে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

নিয়মিত হাত ধোয়া ও ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা

- ক্যাম্পেইন চলাকালীন কেন্দ্রে অবস্থানকালে স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীগণ ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে;
- প্রতিটি শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী ভালো করে সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে নিবেন অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিবেন;
- প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি দল কেন্দ্র পরিচালনার কাজে নিযুক্ত থাকবে;
- একজন থেকে অপরজনের সংস্পর্শের দ্বারা সংক্রমিত হওয়াকে রোধ করতে একজন স্বাস্থ্যকর্মীই কেবল ভিটামিন 'এ' খাওয়াবেন এবং খাওয়ানোর পর টালি শিট পূরণ করবেন;
- স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী নিজের নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবেন;
- ক্যাপসুল, কাঁচি, কলম, পেন্সিল অথবা চিকিৎসা সামগ্রী ধরার আগে স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই হাতের সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে;
- শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর আগে ব্যবহৃত কাঁচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী শিশুর অভিভাবককে (মা-বাবা কিংবা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসা পরিচর্যাকারী) স্বাগত জানাবে এবং সংক্রামক পরিস্থিতি বিবেচনায় কেন্দ্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য করণীয় সম্পর্কে অবগত করবেন; স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্রে আগত শিশুর অভিভাবককে (মা-বাবা কিংবা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসা পরিচর্যাকারী) হাত ধোয়ার স্থানটি এবং ময়লা ফেলার বিন বা পাত্রটি দেখিয়ে দিবেন।

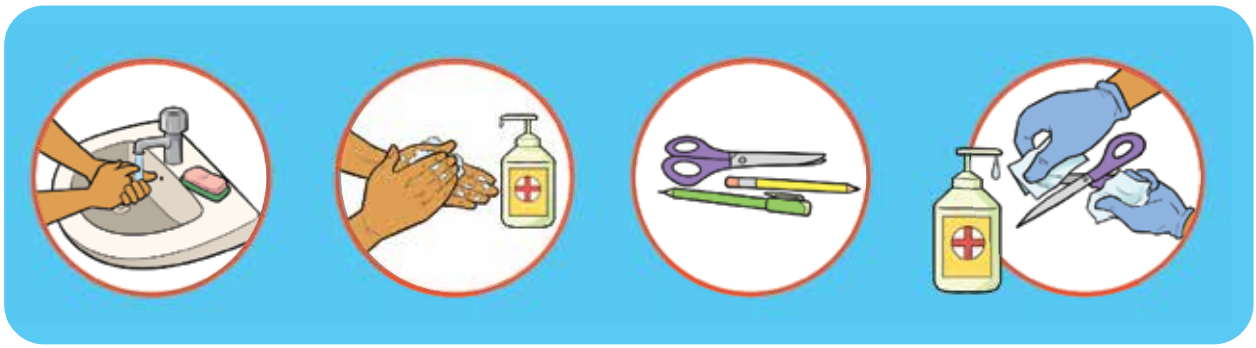

চিত্র-০৮

সামাজিক/শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা

- সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য একজন স্বাস্থ্যকর্মী/স্বেচ্ছাসেবী থেকে শিশু বা তার অভিভাবকের বসা বা দাঁড়ানোর দূরত্ব হতে হবে অন্তত ৩ ফুট;
- কেবলমাত্র শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর সময় যতটুকু দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব ততটুকু দূরত্বে থেকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে হবে;
- স্বাস্থ্যকর্মীকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর সময়ে 'স্পর্শ না করার' পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। ক্যাম্পেইন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময়ে স্বাস্থ্যকর্মী শিশু বা তার অভিভাবককে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবেন;
- কেন্দ্রটি কোন বদ্ধ স্থানে স্থাপন করা যাবে না, অবশ্যই আলো বাতাসপূর্ণ জায়গায় স্থাপন করতে হবে; স্বাস্থ্যকর্মী ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে পূর্ব থেকেই অন্তত ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে শিশু বা তার অভিভাবককে অপেক্ষা করার জন্য দাঁড়ানোর জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখবেন; বয়স অনুযায়ী (৬ থেকে ১১ মাস এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের) দুইটি লাইনে দাঁড়ানোর জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখবেন।

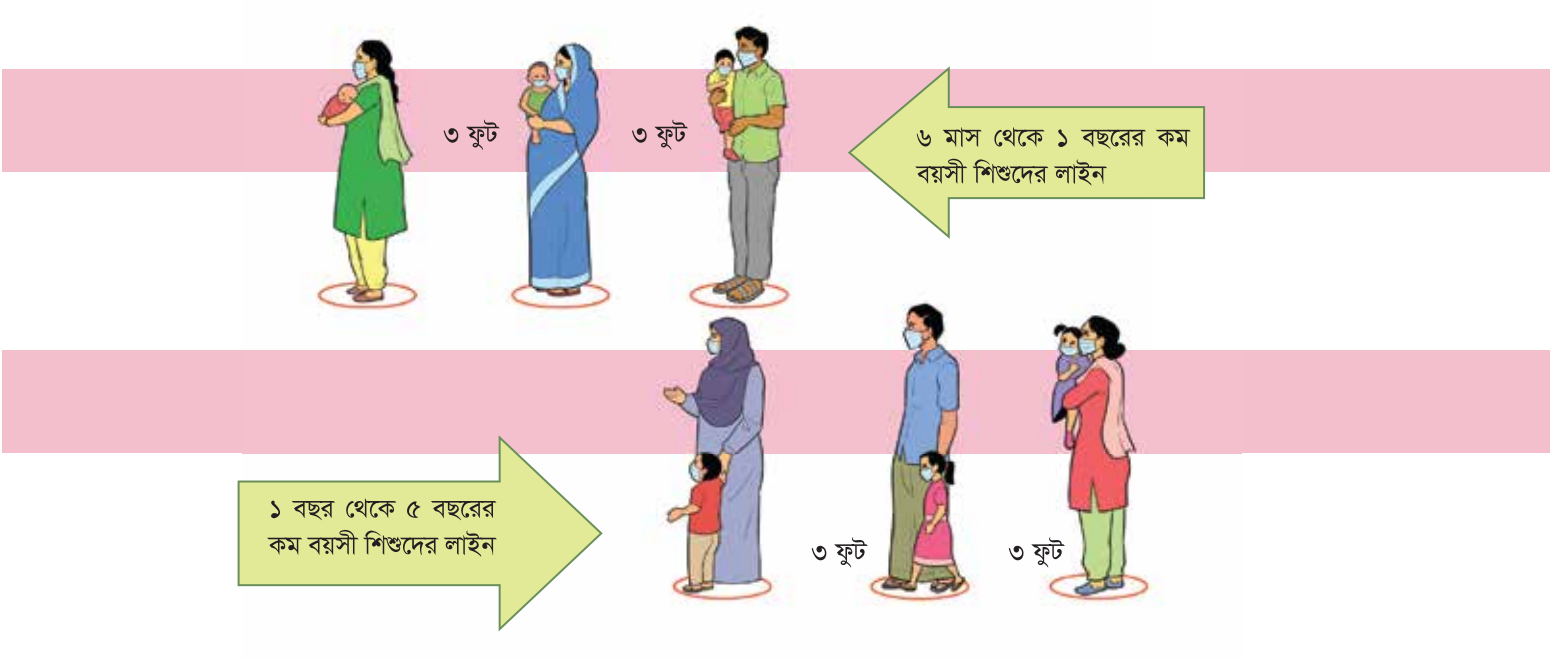

চিত্র-০৯

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা

- হাঁচি-কাশির সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হবে;
- ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট বিনে বা পাত্রে ফেলে দুই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- কোনভাবেই যেখানে সেখানে থু থু ফেলা যাবে না।

চিত্র-১০

স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

- শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর সময় স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে;
- স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে মাস্ক ব্যবহারের নিয়মাবলী শিখে নিতে হবে, যেমন কিভাবে মাস্ক পরিধান করবে, কিভাবে মাস্ক খুলবে, কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ডিসপোজ করবে ইত্যাদি;
- কোন কারণে মাস্কের অপ্রতুলতা/স্বল্পতা দেখা দিলে শিশুর অভিভাবক (মা-বাবা কিংবা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসা পরিচর্যাকারী) শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াবেন।

কীভাবে মেডিক্যাল মাস্ক পরবেন

চিত্র-১১

শিশুর অভিভাবক (মা-বাবা কিংবা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসা পরিচর্যাকারী) ও শিশুর কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ স্ক্রিনিং

- শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর আগে, শিশুর অভিভাবককে (মা-বাবা কিংবা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসা পরিচর্যাকারী) স্ক্রিনিং করতে হবে। সঠিকভাবে শিশু ও তার অভিভাবককে স্ক্রিনিং-এর উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ করা;
- ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সের সকল শিশু কোভিড-১৯ পজিটিভ বা নেগেটিভ হোক না কেন, তবুও তাকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে হবে;
- শুধুমাত্র শিশুর যদি শ্বাসনালীর অসুস্থতা বা শ্বাসকষ্ট অথবা অন্য কোন মারাত্মক অসুস্থতা থাকে তবে শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো যাবে না।

দুর্গম এলাকায় মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীর মাধ্যমে শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো

দুর্গম এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মী মাস্ক পরিহিত অবস্থায় মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীর থেকে ১-২ মিটার দূরত্ব বজায় রাখবে এবং তাদের মাধ্যমেই শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াবে, যাতে স্বাস্থ্যকর্মী ও শিশুর মধ্যে সংস্পর্শ সীমিত রাখা যায়। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি যেন অবশ্যই স্বাস্থ্যকর্মীর পর্যবেক্ষণে খাওয়ানো হয় এবং কোনো অবস্থাতেই পরবর্তীতে খাওয়ানোর জন্য মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীর কাছে রেখে আসা না হয়।

কোন শিশুর অভিভাবক শিশুকে নিজে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে চাইলে সেক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবককে নিচের নির্দেশনা সঠিকভাবে দিতে হবে

- মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে স্বাস্থ্যকর্মীর থেকে ১-২ মিটার দূরে বসতে বলুন।
- ট্রে এবং কাঁচির হাতল সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন। ট্রেতে কাঁচি রাখুন।
- স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার হাত সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করুন এবং মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে তাদের হাত সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে বলুন।
- যথাযথ ডোজের ক্যাপসুল পাত্র থেকে বের করে ট্রে/পাত্রে স্থাপন করুন। এক্ষেত্রে ট্রে/পাত্র থেকে ১-২ মিটার দূরে দাঁড়ান এবং মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে তার শিশুকে নিয়ে চেয়ারে বসতে বলুন।
- মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে ভিটামিন এ ক্যাপসুলের সরু প্রান্তটি কিভাবে কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিন।
- মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে শিশুকে ভিটামিন এ এর ডোজটি খাওয়াতে নির্দেশনা দিন।
- মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে ব্যাবহৃত খালি ক্যাপসুলের খোসা আলাদা একটি নির্দিষ্ট পাত্রে এবং কাঁচি ট্রে/পাত্রে রেখে দিতে বলুন।
- সকল ব্যবহৃত খালি ক্যাপসুলের খোসা একটি ব্যাগে স্থাপন করুন এবং কাঁচিটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে রাখুন যাতে তেল মুছে যায়।

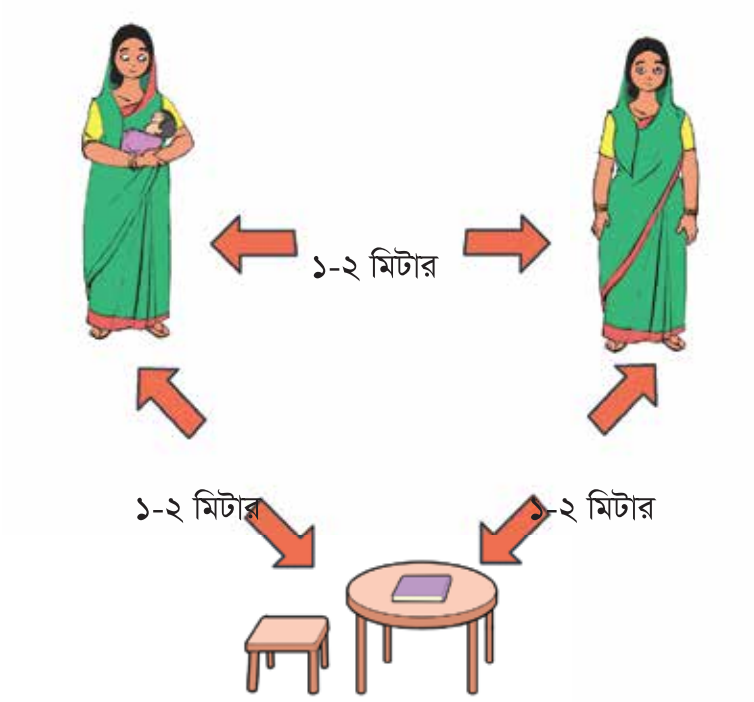

চিত্র-১২

- টালি শিটে এবং শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ডে ভিটামিন এ খাওয়ানোর তারিখটি লিপিবদ্ধ করুন।
- শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটি আশেপাশে কোনো শুকনো স্থানে রাখুন এবং কার্ডটি মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে গ্রহণ করতে বলুন।
- স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে আপনার হাত সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করুন এবং মা-বাবা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারীকে তাদের হাত সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে বলুন।

চিত্র-১৩: জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন

ছক

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের লক্ষ্যমাত্রা ও চাহিদা পত্র

জেলা/সিটি কর্পোরেশনের নামঃ-

ক্রমিক নং	উপজেলা/ পৌরসভা/ জোনের নাম	ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে শিশুর লক্ষ্যমাত্রা		ভিটামিন এ ক্যাপসুল এর বর্তমান চাহিদা		ভিটামিন এ ক্যাপসুল এর বর্তমান মজুদ (যদি থাকে)				ভিটামিন এ ক্যাপসুল এর নীট চাহিদা		মন্তব্য
		১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা	৬-১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (২লক্ষ আই ইউ) এর চাহিদা	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (১লক্ষ আই ইউ) এর চাহিদা	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (২ লক্ষ আই ইউ) এর মজুদ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (১ লক্ষ আই ইউ) এর মজুদ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (২লক্ষ আই ইউ) এর নীট চাহিদা	ভিটামিন এ ক্যাপসুল (১লক্ষ আই ইউ) এর নীট চাহিদা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১=(৫-৭)	১২=(৬-৯)	১৩
২												
৩												
৪												
৫												
৬												
মোট												

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
স্থায়ীকেন্দ্রের জন্য মাইক্রোপ্লানিং শীট
(Microplanning Sheet for Fixed Sites)

ওয়ার্ড ঃ..... ইউনিয়ন/জোন ঃ ..... উপজেলা/পৌরসভা ঃ..... জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ .....

তদারককারীর নাম ও পদবী ঃ .....

সাব-ব্লক/সাইট	কেন্দ্র/বাড়ী প্রধানের নাম	গ্রাম/মহল্লার নাম	উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা				প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল		মাঠকর্মী/শিক্ষক/এনজিওকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীদের নাম (যারা কাজ করবেন)	পদবী/সংস্থার নাম ও মোবাইল নম্বর
			৬-১১ মাস বয়সী স্বাভাবিক শিশু	৬-১১ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু	১২-৫৯ মাস বয়সী স্বাভাবিক শিশু	১২-৫৯ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু	১ লক্ষ আই ইউ নীল ক্যাপসুল	২ লক্ষ আই ইউ লাল ক্যাপসুল		
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	
									(১)	
									(২)	

প্রস্তুতকারীর নাম ঃ ..... পদবী ঃ ..... স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ.....

বিঃ দ্রঃ-১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
ইউনিয়ন/জোন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ ও কর্ম পরিকল্পনার শীট
(Union/Zonal Level Volunteer Orientation & Work Planning Sheet)

উপজেলা/পৌরসভা ঃ ..... জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ ..... তারিখ ঃ.....

ইউনিয়ন/জোন	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণ স্থান	প্রশিক্ষণ তারিখ	ইউনিয়ন/জোন হতে রিসোর্স পার্সন	উপজেলা/জোন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				
	১				
	২				

মেডিকেল অফিসার
(রোগ নিয়ন্ত্রণ/পৌরসভা)

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা
কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার
(এমসিএইচ-এফপি)

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
কর্মকর্তা/জোনাল মেডিকেল অফিসার,
সিটি কর্পোরেশন

ফর্ম - ৪: শিশু নিবন্ধন ও আইপিসি ফর্ম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার HPNSDP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের বার্তাসমূহ এবং ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু টালি ফর্ম

সুষম খাদ্য- পরিমিত পুষ্টি- সুস্থ ও সবল রাষ্ট্র- প্রগতি ও উন্নতি
জন স্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান-ঢাকা

ইউনিয়ন/জোন ঃ .... ওয়ার্ড ঃ ....সাব-ব্লক/সাইট ঃ..............................

মাঠকর্মী/এনজিও কর্মীগণ ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুদের (সম্ভাব্য বাদপড়া শিশুসহ) বাড়ি পরিদর্শন করে অভিভাবকদের নিকট নিম্নলিখিত বার্তাসমূহ পৌছাবেন এবং একই সময়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য বাড়ি পরিদর্শণের সময় ফর্মের নিচের অংশে ৬-১১ মাস এবং ১২-৫৯ মাস বয়সের শিশুদের জন্য পৃথকভাবে টালি চিহ্ন দিবেন। প্রতি সাব-ব্লক বা কেন্দ্রের জন্য একটি ফর্ম ব্যবহার করবেন।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের ১ সপ্তাহ আগে অবশ্যই আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পন্ন করতে হবে এবং ৬-১১ মাস ও ১২-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুদের জন্য টালি চিহ্ন দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ-১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায় ।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের বার্তা সমূহ

- বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি ও ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (দিন / মাস / বছর) জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হবে। এই দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানের জন্য আপনার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে নিকটস্থ (কেন্দ্রের নাম লিখুন) টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন।
- সকল টিকাদান কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- আপনি যেখানেই থাকুন না কেন দেশের যে কোন টিকাদান কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে পারবেন।
- ভ্রমণে থাকাকালীন সময়েও রেল ষ্টেশন, বাস টার্মিনাল, ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাটে অবস্থিত টিকা কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে পারবেন।
- ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ৪ মাস অন্তর ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

৬-৫৯ মাস (৬ মাস-৫ বছর) শিশুদের জন্য টালি চিহ্ন দিন

(ক) ৬-১১ মাস বয়সী স্বাভাবিক শিশু			(খ) ১২-৫৯ মাস বয়সী স্বাভাবিক শিশু			(গ) ৬-১১ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু			(ঘ) ১২-৫৯ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু		
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
মোট (ক) ঃ			মোট (খ) =			মোট (গ) =			মোট (ঘ) =		
সর্বমোট শিশু (৬-৫৯ মাস বয়সী) ঃ ক+খ+গ+ঘ =											
সর্বমোট প্রতিবন্ধী শিশু (৬-৫৯ মাস বয়সী) ঃ গ+ঘ =											

কর্মীর নাম ঃ .... পদবী ঃ...স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ.....................

তদারককারীর নাম ঃ.. পদবী ঃ...স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ.....................

ফরম পূরণ শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন-এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট জমা দিন।

মূল বার্তাসমূহ

ভিটামিন 'এ' দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে,
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং
শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

- জন্মের পর পরই (১ ঘন্টার মধ্যে) নবজাতককে শালদুধ খাওয়ান।
- জন্মের পর প্রথম ৬ মাস (১৮০ দিন) শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ান।
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমত ঘরে তৈরী সুষম খাবার খাওয়ান।
- ৬-১১ মাস বয়সের প্রতিটি শিশুকে ১টি নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান।
- ১২-৫৯ মাস বয়সের প্রতিটি শিশুকে বছরে দুই বার ১টি করে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান।
- মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি করে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ প্রাণিজ খাবার (মাছ, মাংস,ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদি) এবং উদ্ভিজ্জ খাবার (হলুদ ফলমূল ও রঙিন শাক-সবজি) খেতে দিন।
- জেরোফথ্যালমিয়া (রাতকানা ও বিটট্স স্পট), দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়া, হাম ও মারাত্নক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান।
- পরিবারের রান্নায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করুন ।

আগামী (দিন / মাস / বছর) **জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য আপনার নিকটস্থ টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসুন।**

''ভিটামিন 'এ' খাওয়ান, শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমান''

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
স্বেচ্ছাসেবী তালিকা
(Volunteer List)

জেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ঃ..... উপজেলা/জোন ঃ.....
সংস্থা/স্কুল ঃ.....

আপনার স্কুলের শিক্ষক/সংস্থার মাঠকর্মী/স্বেচ্ছাসেবক যারা জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করবেন তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর এবং তিনি যে গ্রামে কাজ করতে ইচ্ছুক তার নাম লিখুন।

স্বেচ্ছাসেবীর নাম	মোবাইল নম্বর	স্কুল/সংস্থার নাম	গ্রামের নাম	ইউনিয়ন/জোন	ওয়ার্ড

প্রস্তুতকারীর নাম পদবী ঃ স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর টালি ফর্ম (Tally Form)
(ক্যাম্পেইন-এর দিন ব্যবহারের জন্য)

টিকাদান কেন্দ্রের নাম ঃ .....গ্রাম/মহল্লার নাম ঃ.....সাব-ব্লক/সাইট ঃ.....

ওয়ার্ড ঃ..... ইউনিয়ন/জোন ঃ.....উপজেলা/পৌরসভা ঃ.....

জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ .....

প্রতিটি শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পরে নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি ((Ø) ভাবে কেটে দিন

শিশুর বয়স (স্বাভাবিক শিশু) ঃ ৬-১১ মাস	**ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুল (১ লক্ষ আই ইউ) খাওয়ানোর হিসাব**														
	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
লক্ষ্যমাত্রা ঃ	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
মোট ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুল খাওয়ানোর হিসাব ঃ															

শিশুর বয়স (প্রতিবন্ধী শিশু) ঃ ৬-১১ মাস	**ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুল (১ লক্ষ আই ইউ) খাওয়ানোর হিসাব**													
লক্ষ্যমাত্রা ঃ.....	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
মোট ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুল খাওয়ানোর হিসাব ঃ															

শিশুর বয়স (স্বাভাবিক শিশু) ঃ ১২-৫৯ মাস	**ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুল (২ লক্ষ আই ইউ) খাওয়ানোর হিসাব**													
	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
লক্ষ্যমাত্রা ঃ	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
মোট ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুল খাওয়ানোর হিসাব ঃ															

শিশুর বয়স (প্রতিবন্ধী শিশু) ঃ ১২-৫৯ মাস	**ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুল (২ লক্ষ আই ইউ) খাওয়ানোর হিসাব**													
লক্ষ্যমাত্রা ঃ.....	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
মোট ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুল খাওয়ানোর হিসাব ঃ															

বিঃ দ্রঃ-১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায় ।

১। ক) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুলের সংখ্যা ঃ [ ] খ) ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুলের সংখ্যা ঃ [ ] গ) ফেরতকৃত ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুলের সংখ্যা (ক-খ) ঃ [ ]

২। ক) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুলের সংখ্যা ঃ [ ] খ) ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুলের সংখ্যা ঃ [ ] গ) ফেরতকৃত ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুলের সংখ্যা (ক-খ) ঃ [ ]

৩। ক) প্রাপ্ত কাঁচির সংখ্যা ঃ [ ] খ) ফেরতকৃত কাঁচির সংখ্যা ঃ [ ]

৪। কর্মী ঃ [ ] স্বাস্থ্যকর্মী ঃ [ ] পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ঃ [ ] শিক্ষক ঃ [ ] এনজিও কর্মী ঃ [ ] স্বেচ্ছাসেবী ঃ [ ]

মাঠকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীর নাম, মোবাইল নম্বর, পদবী ও স্বাক্ষর ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				

তদারককারীর নাম ঃ.....পদবী ঃ .....স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ.....

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
তদারকী চেকলিষ্ট
(Supervision Checklist)

তদারককারীর নাম ঃ..... পদবী ঃ.....কর্মস্থল ঃ.....

গ্রাম/পাড়া ঃ ..... সাব-ব্লক/সাইট ঃ..... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ঃ.....
উপজেলা/পৌরসভা/জোন ঃ.....জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ.....
তদারককারীর বিতরণ/টিকাদান কেন্দ্রে আগমনের সময় ঃ.....

কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় **হ্যাঁ/না** বক্সে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কেন্দ্রে কর্মীর সংখ্যাঃ স্বাস্থ্যকর্মী ☐ পরিবার কল্যাণ কর্মী ☐ শিক্ষক ☐ এনজিও কর্মী ☐ স্বেচ্ছাসেবী ☐

২। কেন্দ্রটি সহজে চেনার জন্য কোন মনিটুগ্যাগ/পুষ্টিফ্ল্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা (শিশুদের জন্য একমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা) ভালো আছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। কেন্দ্রে নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের স্বল্পতা আছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। কেন্দ্রে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের স্বল্পতা আছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। যদি ৪ নং এবং ৫নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আপনি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। যার এখনও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খায়নি তাদেরকে কেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল কাটার জন্য কী পছ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে ? কাঁচি ☐ সুঁই ☐ দাঁত ☐ নখ ☐ ব্লেড ☐ অন্যান্য ☐

৯। ৫ টি শিশুকে লক্ষ্য করুন এবং হ্যাঁ/না লিখুন

	১ম শিশু	২য় শিশু	৩য় শিশু	৪র্থ শিশু	৫ম শিশু
৯.১। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর টালি ফর্মে টিক চিহ্ন দেয়া হচ্ছে কিনা ?					
৯.২। ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে কিনা ?					
৯.৩। ৫ বছরের বেশী বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে কিনা ?					
৯.৪। ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে কিনা ?					
৯.৫। ১২ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী বাচ্চাদের নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে কিনা ?					
৯.৬। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের মুখ কেটে ভেতরের সবটুকু তরল ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো হচ্ছে কিনা ?					
৯.৭। অভিভাবক ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে জানেন কিনা ?					

১০। ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পর্কে অভিভাবক কিভাবে জেনেছেন ?

স্বাস্থ্য কর্মী ☐ পরিবার কল্যাণ কর্মী ☐ এনজিও কর্মী ☐ প্রতিবেশী ☐ রেডিও ☐ টেলিভিশন ☐
মসজিদ মাইকিং ☐ রোড মাইকিং ☐ ফিল্ম-শো ☐ অন্যান্য ☐

১১। পরিদর্শনকালীন সময়ে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ও লক্ষ্যমাত্রা লিখুন ঃ

বয়স ভিত্তিক শিশুর শ্রেণী বিভাগ	লক্ষ্যমাত্রা	ভিটামিন 'এ' প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা
৬-১১ মাস বয়সী শিশু		
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু		

১২। কেন্দ্রে আগত অভিভাবকগণের মাঝে পুষ্টি বার্তা প্রচার করা হচ্ছে কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩। যদি ১২ নং উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কি কি পুষ্টি বার্তা প্রচার করা হচ্ছে ?

(ক)----------
(খ)----------
মন্তব্য ঃ ----------

তদারককারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ----------

সকল পর্যায়ের তদারককারীগণ ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় এই চেকলিষ্ট ব্যবহার করবেন। প্রশ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করে, কর্মী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে পুরণ করতে হবে। অতিরিক্ত কিছু লেখার প্রয়োজন হলে অপর পাতায় লিখবেন। দিনের শেষে ১ম শ্রেণীর তদারককারীগন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন-এর কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার তদারককারীগণ লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা (ই-মেইল ঃ nns.gov@gmail.com) বরাবর পাঠাবেন।

বিঃ দ্রঃ-১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায়।

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর রিপোর্ট ফর্ম
(NVAC day Report Form)
(ক্যাম্পেইন-এর দিন ব্যবহারের জন্য)

জেলা/সিটি কর্পোরেশন : .... উপজেলা/পৌরসভা/জোন : ....

ক্রমিক নং	উপজেলা/ইউনিয়ন/পৌরসভা/জোন	ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের জন্য শিশুর লক্ষ্যমাত্রা				ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশু				ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা	
		স্বাভাবিক শিশু		প্রতিবন্ধী শিশু		স্বাভাবিক শিশু		প্রতিবন্ধী শিশু		৬-১১ মাস	১২-৫৯ মাস
		৬-১১ মাস	১২-৫৯ মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯ মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯ মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯ মাস		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১=৭+৯	১২=৮+১০
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											
মোট											

ক) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুলের (১ লক্ষ আই ইউ) সংখ্যা : ☐ ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা: ☐ কেন্দ্র থেকে ফেরত দেয়া ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা : ☐

খ) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুলের (২ লক্ষ আই ইউ) সংখ্যা : ☐ ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা : ☐ কেন্দ্র থেকে ফেরত দেয়া ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা : ☐

গ) কেন্দ্রে বিতরণ করা কাঁচির সংখ্যা : ☐ কেন্দ্র থেকে ফেরত দেয়া কাঁচির সংখ্যা : ☐ কেন্দ্র থেকে ফেরত না আসা কাঁচির সংখ্যা : ☐

রিপোর্ট প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবী :................................ মোবাইল নম্বর :................................ স্বাক্ষর ও তারিখ :................................

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর রিপোর্ট ফর্ম ক্যাম্পেইন পরবর্তী কর্মদিবসে জেলা/সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করতে হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশনের সংকলিত প্রতিবেদন পরবর্তী ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী ঢাকা-১২১২ (ই-মেইল : nns.gov@gmail.com) প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম DHIS2 -তে প্রতিবেদন আপলোড করতে হবে।

বি: দ্র:- ১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায়।

ফর্ম - ৯: বাদপড়া শিশু সার্চিং/অনুসন্ধান ট্যালি সীট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান টালি ফর্ম
(Child to Child Searching Tally Form)

টিকাদান কেন্দ্রের নাম ঃ ..... গ্রাম/মহল্লার নাম ঃ .....সাব-ব্লক/সাইট ঃ .....

ইউনিয়ন/জোন ঃ .....উপজেলা/পৌরসভা ঃ ..... জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ.....

প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করে ৬-৫৯ মাস বয়সের শিশু যারা স্থায়ী কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খায়নি তাদেরকে খুঁজে বের করুন এবং এই সকল বাদপড়া শিশুদের মধ্যে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদেরকে একটি নীল রঙের (১ লক্ষ আই ইউ) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে একটি লাল রঙের (২ লক্ষ আই ইউ) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান।

৬-১১ মাস বয়সী বাদপড়া শিশুদেরকে নীল রঙের ভিটামিন 'এ'(১ লক্ষ আই ইউ) ক্যাপসুল খাওয়ান এবং প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কেটে দিন	
০০০০০ ০০০০০	মোট
৬-১১ মাস বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে নীল রঙের ভিটামিন 'এ'(১ লক্ষ আই ইউ) ক্যাপসুল খাওয়ান এবং প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কেটে দিন	
০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	মোট
১২-৫৯ মাস বয়সী বাদপড়া শিশুদেরকে লাল রঙের ভিটামিন 'এ'(২ লক্ষ আই ইউ) ক্যাপসুল খাওয়ান এবং প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কেটে দিন	
০০০০০ ০০০০০	মোট
১২-৫৯ মাস বয়সী বাদপড়া প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' (২ লক্ষ আই ইউ) ক্যাপসুল খাওয়ান এবং প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কেটে দিন	
০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	মোট

পরিদর্শন শেষে প্রতিটি বাড়িতে পরিদর্শনের তারিখ লিখুন। যদি বাড়িটি বন্ধ থাকে বা এই ক্যাম্পেইনে ভিটামিন 'এ' খাওয়া থেকে বাদপড়া উদ্দিষ্ট শিশু পরিদর্শনের সময় বাড়িতে না থাকে তবে সেই বাড়িতে তারিখ লিখবেন না। টালি ফর্মে এই অসমাপ্ত বাড়িটির নম্বর বা বাড়ি/ পরিবার প্রধানের নাম লিখুন। মনে রাখবেন যে সকল শিশু বাড়ি নেই তাদেরকেও খুঁজে বের করে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে হবে।

বি:দ্র :- ১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায়।

পরিদর্শিত প্রতিটি বাড়ির জন্য একটি শূন্য আড়াআড়ি(Ø) ভাবে কেটে দিন	যে সকল বাড়ি পুনঃপরিদর্শন প্রয়োজন বাড়ির নম্বর বা বাড়ি/পরিবার প্রধানের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখুন
00000 00000 00000 00000 00000	
00000 00000 00000 00000 00000	
00000 00000 00000 00000 00000	
00000 00000 00000 00000 00000	
00000 00000 00000 00000 00000	
মোট	

ক) আপনি কয়টি নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল পেয়েছেন ? ☐ । এর মধ্যে থেকে কয়টি ক্যাপসুল ব্যবহার করেছেন ? ☐ কয়টি ক্যাপসুল ফেরত দিয়েছেন ? ☐

খ) আপনি কয়টি লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল পেয়েছেন ? ☐ । এর মধ্যে থেকে কয়টি ক্যাপসুল ব্যবহার করেছেন ? ☐ । কয়টি ক্যাপসুল ফেরত দিয়েছেন ? ☐

* বাদপড়া শিশু বলতে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খায়নি এমন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে বুঝানো হয়েছে। (কাজ শেষে অব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ফেরত পাঠাতে হবে)।

মাঠকর্মীর নাম ঃ .... পদবী ঃ .... স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ..............................

তদারককারীর নাম ঃ ....পদবীঃ ....স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ..............................

দিনের শেষে আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কাটা মোট ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ও ফেরত দেয়া ভিটামিন 'এ' এর সংখ্যা গণনা করে নির্দিষ্ট ঘরগুলো পূরণ করে ভিটামিন জীপলক ব্যাগ-এর সঙ্গে এই টালি ফর্ম পাঠাতে হবে। শেষে মাঠকর্মী এবং তদারককারীর নাম ও পদবী লিখবেন এবং কাজের শেষে স্বাক্ষর করবেন। টালি ফর্মে উল্লেখিত বাদপড়া বাড়িগুলোর নম্বর/পরিবার প্রধানের নামসহ পূর্ণ ঠিকানা ''বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান তদারকীর চেকলিষ্ট''-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে যেন পরের দিন তদারককারী বাড়িগুলো পুনঃপরিদর্শন করতে পারেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান তদারকী চেকলিস্ট

(Child to Child Searching Supervision Check List)

তদারককারীর নামঃ ..... পদবী ঃ ..... তারিখঃ.....

১ম সারির তদারককারীর জন্যঃ

প্রতিদিন বিকালে উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি, বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান টালি শীট রিভিউ করবেন এবং যে সকল বাড়ি/পরিবার পুনঃপরিদর্শন করতে হবে তাদের বাড়ি নম্বর/পরিবার প্রধানের নাম ও মোবাইল নম্বর নিম্নের ছকে লিখবেন। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) এই চেকলিস্ট পরদিন সকালে ভিটামিন জীপলক ব্যাগ-এর সাথে ইউনিয়নের নির্দিষ্ট তদারককারীর কাছে বিতরণ কেন্দ্রে পাঠাবেন।

অন্যান্য তদারককারীর জন্যঃ

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য পূর্বেই এই চেকলিস্ট সংগ্রহ করতে হবে।

টিকাদান কেন্দ্রের নাম ঃ..... গ্রাম/মহল্লার নাম ঃ .....

সাব-ব্লক/সাইট ঃ ..... ইউনিয়ন/জোন ঃ .....

উপজেলা/পৌরসভা ঃ..... জেলা/সিটি কর্পোরেশন ঃ.....

ওয়ার্ড ঃ	সাব-ব্লক/সাইট ঃ কেন্দ্রের নাম ঃ	সাব-ব্লক/সাইটঃ কেন্দ্রের নাম ঃ
যে সকল বাড়ি/পরিবার পুনঃপরিদর্শন করতে হবে সে সকল বাড়ির নম্বর বা বাড়ি প্রধানের নাম ও মোবাইল নম্বর		

ওয়ার্ড/সাব-ব্লক তদারকীর জন্য

সাব-ব্লকে পৌঁছে প্রথমে যে সকল বাড়ি/পরিবার পুনঃপরিদর্শন করতে হবে সে সকল বাড়ি/পরিবার পরিদর্শন করুন। ৬-৫৯ মাস বয়সের বাদপড়া শিশুদের ভিটামিন 'এ' খাওয়ান ও বাড়িতে তারিখ লিখুন। তারপর ওয়ার্ড/সাব-ব্লকের সীমানার কিছু বাড়ি/পরিবার এবং দূর্গম এলাকার কিছু বাড়ি/পরিবার পরিদর্শন করুন।

১ম দিন তদারককারীগণ মাঠকর্মীদের সঙ্গে থেকে তাদের কাজ তদারকী করবেন। ২য় দিন থেকে মাঠকর্মীদের আগের দিনের কাজ শেষ করা সাব-ব্লক পুনঃপরিদর্শন করবেন।

ওয়ার্ড ঃ	সাব-ব্লক/সাইট ঃ..... কেন্দ্রের নাম ঃ.....	সাব-ব্লক/সাইট ঃ ..... কেন্দ্রের নাম ঃ.....
সাব-ব্লকে উপস্থিতির সময়	সময় ঃ	সময় ঃ .....
(একটি শূন্য আড়াআড়ি (Ø) ভাবে কেটে দিন)		
পুনঃপরিদর্শিত বাড়ি/পরিবারের সংখ্যা	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
আপনি সাব-ব্লকের সীমানা থেকে কয়টি বাড়ি/পরিবার পরিদর্শন করেছেন ?	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
গতকাল স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক পরিদর্শিত হয়নি এমন কয়টি বাড়ি আপনি পেয়েছেন ?	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
গতকাল স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক তারিখ দেওয়া বাড়িতে ভিটামিন 'এ' পায়নি এমন কয়টি শিশু আপনি পেয়েছেন ?	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
তদারকীর সময় আপনি কতজন শিশুকে আজ ভিটামিন 'এ' খাইয়েছেন ?	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০	০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
আপনি কখন সাব-ব্লক ত্যাগ করেছেন ?	সময় ঃ	সময় ঃ .....

তদারককারীর স্বাক্ষর ঃ ..... তারিখ ঃ .....

১ম সারির তদারককারীগণ দিনের শেষে পোর্টারের মাধ্যমে চেকলিস্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/পৌরসভা/সিটি করর্পোরেশনে পাঠান। অন্যান্য সকল তদারককারীগণ দিনের শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/পৌরসভা/সিটি করর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করুন।

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর সার্চিং রিপোর্ট ফর্ম
(Searching Report Form)

বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন/জেলাঃ-- উপজেলা/পৌরসভা/জোনঃ--

ক্রমিক নং	উপজেলা/ইউনিয়ন/পৌরসভা/জোন	ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের জন্য শিশুর লক্ষ্যমাত্রা				ক্যাম্পেইনের দিন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশু				সার্চিং এর মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা প্রতিবন্ধী শিশু				ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা	
		প্রতিবন্ধী শিশু		৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস	প্রতিবন্ধী শিশু		৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস	৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস
		৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস			৬-১১ মাস	১২-৫৯মাস								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫=৭+৯+১১+১৩	১৬=৮+১০+১২+১৪
১															
২															
৩															
৪															
৫															
৬															
৭															
৮															
৯															
১০															
মোট															

ক) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' নীল ক্যাপসুলের(১লক্ষ আই ইউ) সংখ্যাঃ----------------- ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যাঃ------------------- কেন্দ্র থেকে ফেরত দেয়া ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা--------------------

ক) প্রাপ্ত ভিটামিন 'এ' লাল ক্যাপসুলের(১লক্ষ আই ইউ) সংখ্যাঃ----------------- ব্যবহৃত ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যাঃ------------------- কেন্দ্র থেকে ফেরত দেয়া ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের সংখ্যা--------------------

রিপোর্ট প্রস্তুতকারীর নামঃ-- পদবীঃ---------------------------- স্বাক্ষরঃ------------------------------------ তারিখঃ----------------------------

রিপোর্ট প্রেরণকারীর নামঃ-- পদবীঃ---------------------------- স্বাক্ষরঃ------------------------------------ তারিখঃ----------------------------

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর সার্চিং রিপোর্ট ফর্ম সার্চিং পরবর্তী কর্মদিবসে জেলা/সিটি কর্পোরেশনে প্রেরন করতে হবে । জেলা/সিটিকর্পোরেশনের সংকলিত প্রতিবেদন পরবর্তী ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান,মহাখালী ঢাকা-১২১২ প্রেরণ করতে হবে । ফোনঃ-৮৮-০২-৯৮৪২৩৬৭,৯৮৯৯৪১৪, ফ্যাক্সঃ ৯৮৯৮৬৭১, e-mail:iphn.gov@gmail.com এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে । একই সাথে অনলাইন Reporting System DHIS2 তে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে ।

বিঃদ্রঃ-১১ মাস বলতে ১১ মাস ২৯ দিন এবং ৫৯ মাস বলতে ৫৯ মাস ২৯ দিন বুঝায় ।

পরিশিষ্ট ২ (কৃতজ্ঞতা স্বীকার)

এই গাইডলাইনটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ

(তালিকাটি জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২. অধ্যাপক ডা. মোঃ শামিউল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৩. ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, মহাখালী ঢাকা।
৪. ডা. হাসান শাহরিয়ার কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
৫. অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৬. অধ্যাপক ডা. এ. কে. এম আমিরুল মোর্শেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
৭. অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান, চেয়ারম্যান, ফার্মাকোলজী বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
৮. ডা. মোঃ খলিলুর রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
৯. অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দীন এম. ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, ফার্মাকোলজী বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
১০. অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দীন মাহমুদ, সাবেক পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান।
১১. ডা. মোঃ জয়নাল আবেদীন টিটু, উপ-পরিচালক, আইপিএইচএন।
১২. ডা. মোঃ শোয়াইব, সহকারি পরিচালক, এনএনএস-আইপিএইচএন।
১৩. ডা. মোঃ ইউনুস, সাবেক পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৪. ডা. সমীর কান্তি সরকার, সাবেক পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান।
১৫. ডা. মোঃ শামসুল হক, লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. ডা. মোঃ খালেকুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, পাবলিক হেলথ্ এন্ড ইনফরম্যাটিক্স বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
১৭. ডা. শাহ আলী আকবর আশরাফী, উপ-পরিচালক, এম.আই.এস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৮. ডা. রাশেদা সুলতানা, পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।
১৯. ডা. জুবাইদা নাসরিন, পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২০. ডা. তাহামিনা সুলতানা, পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২১. ডা. আসিফ ইকবাল, সহকারী পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২২. ডা. ইফতেখার আহমেদ তসলিম, সহকারী পরিচালক, আইপিএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৩. ডা. মাহামুদা আলী, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৪. ডা. রওশন জাহান আলো, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৫. ডা. পরিমল কুমার পাল, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৬. ডা. ফাতেমা আক্তার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
২৭. ডা. মফিজুল ইসলাম বুলবুল, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
২৮. ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
২৯. ডা. আবু সাঈদ শিমুল, কনসালটেন্ট, শিশু বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
৩০. ডা. মোঃ আব্দুল আলীম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩১. ডা. মুরাদ মোঃ সমশের তবরিছ খান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩২. ডা. গাজী আহমেদ হাসান, থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৩. ডা. আবুল ফজল মোঃ সাহাবুদ্দিন খান, সিভিল সার্জন, ঢাকা।

৩৪. ডা. এ. টি. এম. রিয়াজ উদ্দীন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩৫. ডা. নন্দলাল সুত্রধর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩৬. ডা. মোঃ আলমগীর মোর্শেদী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩৭. ডা. মাহাফুজা হক, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩৮. ডা. সুপ্তা চৌধুরী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৩৯. ডা. মঞ্জুর আল মোর্শেদ চৌধুরী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৪০. ডা. রাফসান রেজা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা।
৪১. ডা. মোঃ মনজুর হোসেন, সহকারী পরিচালক (এমসিএইচ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
৪২. ডা. গীতা রানী দেবী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪৩. সায়কা সিরাজ, কান্ট্রি ডাইরেক্টর, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
৪৪. ডা. মফিজুল ইসলাম শুভ্র, টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
৪৫. অমিত কুমার মালাকার, প্রোজেক্ট অফিসার, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
৪৬. ডা. এডুইন থিয়ফিলাস গোস্বামী, প্রোগ্রাম অফিসার, এমসিএইচ, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
৪৭. আবদুল্লাহ আল আমিন, কনসালট্যান্ট, জিংক ও ওআরএস, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল
৪৮. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, টিম লিডার, কেয়ার বাংলাদেশ।
৪৯. ডা. মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, এসএনএমপি, সেভ দ্য চিলড্রেন।
৫০. মোঃ তারেক হাসান, প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গেইন।
৫১. ডা. মোঃ আতাউর রহমান, নিউট্রিশন এ্যাডভাইজার, ইউএসএআইডি, বাংলাদেশ।
৫২. ডা. গোলাম মহিউদ্দিন খান সাদী, নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ।
৫৩. ডা. অং চিং থোয়াই, নিউট্রিশন কো-অর্ডিনেটর, নিপু টীম।
৫৪. মোঃ রফিক উদ্দীন, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, নিপু টীম।
৫৫. মোঃ ইমতিয়াজ আলম তানিম, লিড - এমহেলথ ইনিশিয়েটিভস, এম-পাওয়ার, বাংলাদেশ।

In partnership with Canada

NUTRITION INTERNATIONAL
Nourish Life